শ্রীশ্রীব্যাধেশ্বর শিব

(শিবরাত্রির ব্রত রহস্য)

শ্রীজ্ঞানদা রঞ্জন দত্তশর্ম্মা

2/214

শ্রীশ্রীব্যাধেশ্বর শিব

(শিবরাত্রি-ব্রত-রহস্য)

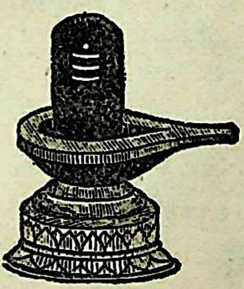

মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক-বিক্রেতা
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা
(বিন্দু-নিলয়)
২৩/৩ কবি নবীন সেন রোড
কলিকাতা-২৮

গ্রন্থনে : শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা (রায় বাহাদুর), চট্টগ্রাম,
অধুনা :—বিন্দু-নিলয়,
২৩/৩, কবি নবীন সেন রোড, দমদম, কলি-২৮

প্রুফ সংশোধনে : শ্রীচিত্তরঞ্জন নন্দী,
৮, কবি ভরতচন্দ্র রোড, কলি-২৮

প্রকাশনে : শ্রীসুধীররঞ্জন দত্তশর্ম্মা, বি এ, এল এল বি,
২৩/৩, কবি নবীন সেন রোড, দমদম, কলি ২৮

প্রচ্ছদপট : শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি এ,
১১৫এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯

ছবির ব্লক : ঐ ঐ

মুদ্রণে : শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি এ,
ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স, ১১৫এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মূল্য—(বহুল প্রচারের জন্য শুধু মুদ্রণ খরচ)
এক টাকা মাত্র।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
(সুধীর দত্তশর্ম্মা)

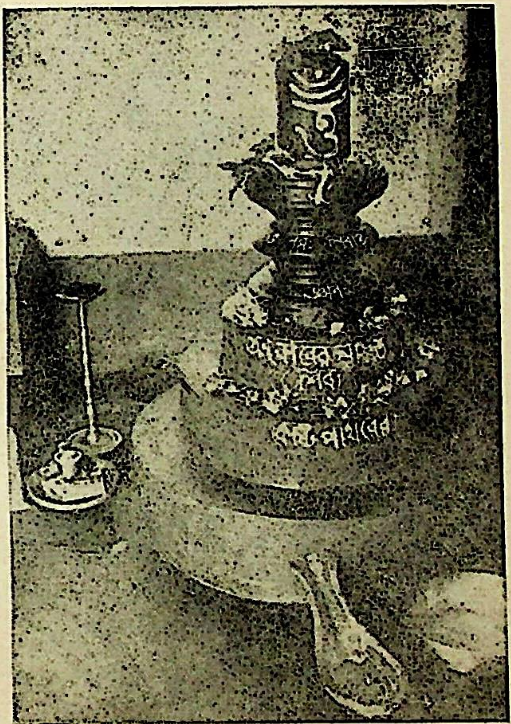

শ্রীশ্রীজ্ঞানদেশ্বর শিব

ব্রহ্মামুরারিসুরার্চ্চিত লিঙ্গম্ ।
নির্ম্মল-ভাষিত-শোভিত-লিঙ্গম্ ।।
জন্মজদুঃখ-বিনাশক লিঙ্গম্ ।
তৎ প্রণমামি সদা শিবলিঙ্গম্ ।।

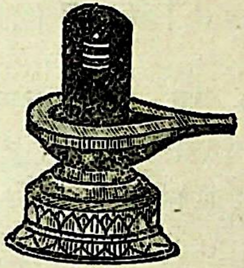

ব্যাধেশ্বর শিব
স্তুতি

ওঁকার-বিন্দু-সংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যং যোগিনঃ।
কামদং মোক্ষদং চৈব "ওঁ" কারায় নমো নমঃ ॥
নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় ।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ "ন" কারায় নমঃ শিবায় ॥
মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চিতায় নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ মহেশ্বরায় ।
মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপুজিতায় তস্মৈ "ম" কারায় নমঃ শিবায় ॥
শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর-নাশকায় ।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষভধ্বজায় তস্মৈ "শি" কারায় নমঃ শিবায় ॥
বশিষ্ঠ কুম্ভোদ্ভব-গৌতমার্য্য-মুনীন্দ্র-দেবার্চ্চিত-শেখরায় ।
চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচনায় তস্মৈ "ব" কারায় নমঃ শিবায় ॥
যক্ষস্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায় ।
দিব্যায় দেবায় নিরঞ্জনায় তস্মৈ "য়" কারায় নমঃ শিবায় ॥
পঞ্চাক্ষরম্ ইদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকং অবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥

নিবেদন।

শিব-রাত্রি-ব্রত বহু হিন্দু নরনারী পালন করেন। অনেকেই সেইদিন উপবাসী থাকিয়া সায়াহ্নে অবগাহনান্তে শিবপূজা ও অর্চ্চনা করেন। শিবরাত্রি-ব্রত প্রতি গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

পরম করুণাময় আশুতোষ আচণ্ডালের সেব্য। কিন্তু তাঁর এমন অমূল্য উপদেশপূর্ণ ব্রতোপাখ্যান আমরা সকলে জানিনা বা জানিতেও চাহিনা।

শিবপুরাণে ব্যাধেশ্বর শিবোপাখ্যান দৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও সংহিতাদিতে অখণ্ডনীয় প্রমাণ রহিয়াছে। তাহাই এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

এই গ্রন্থে পিতৃমাতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, পিতার প্রতি পুত্রের করণীয়, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য, শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ, ও বাণেশ্বর শিব পুজা সম্বন্ধে দেবাদিদেব মহাদেবের মুখ-নিঃসৃত বাণী ও শিবারাধনায় শিব-সুন্দর-অভীষ্ট সিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে।

জীবের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর অনুষ্ঠান শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত শাস্ত্রের বাণীতেও মূল্যায়ন হইয়াছে।

গঙ্গাসমং ত্রিভূবনে ন চ তীর্থমস্তি।
নান্যৎ ব্রতং হি শিবরাত্রি-ব্রতং হি তথাস্তি॥

গঙ্গার সমান যেমন ত্রিভূবনে পবিত্র তীর্থ নাই, শিবরাত্রি ব্রতের সমান উত্তম ব্রতও আর নাই।

তাই, যথাসম্ভব সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় এই উপাখ্যানটী পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

এই গ্রন্থ পাঠে যদি একজন ও তৃপ্তি পান বা উপকৃত হন আমি অন্তরে অশেষ শান্তি লাভ করিব। আমার নির্ম্মল আনন্দ হইবে ও শ্রম সফল হইবে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে পরমশৈব শিব-সাযুজ্য-প্রাপ্ত শিবালয়ের ৺সতীসচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয়ের নিকট আমি অত্যন্ত ঋণী। তাঁহার প্রণীত ব্রত কথা হইতে আমার যাহা ভাল লাগিয়াছে, আমি সংগ্রহ করিয়াছি। এই গ্রন্থে যাহা দোষ ত্রুটী ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং তজ্জন্য আমি ক্ষমার্হ।

৺মা ব্রহ্মময়ীর পরম ভক্ত ও ৺মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত উচ্চকোটী সাধক শ্রীমৎ স্বামীজী (পুর্ব্বাশ্রম নাম অধ্যক্ষ শ্রীসুবোধচন্দ্র মৈত্র) শুভেচ্ছা ও সাধিকা মা ব্রহ্মময়ী মায়া দেবী আশীর্ব্বাণী লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের জানাই আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

প্রখ্যাত ডক্টর বি, বি, দত্ত, ভুমিকা, উপাধ্যক্ষ জ্ঞানবাবু প্রশস্তি ও সর্ব্বশ্রী রমেশবাবু, গঙ্গাধরবাবু এবং ক্ষিতীশবাবু তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রুফ-সংশোধনে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন নন্দী ও মুদ্রণে শ্রীযুত বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তবুও মুদ্রাপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। মুদ্রারাক্ষসের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব, এই ত্রুটী অগ্রেই স্বীকার করিয়াছি।

শিবরাত্রি-ব্রত উপাখ্যানের বহুল প্রচারের জন্য এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র মুদ্রণখরচই নির্দ্দিষ্ট হইল।

পরিশেষে প্রার্থনা, হে করুণাময় ভগবন্! তোমার পরম পূত কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া যাহা ন্যূনাতিরিক্ত হইয়াছে তাহা তোমার নাম স্মরণ মাত্রেই সম্পূর্ণ হউক।

কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎসর্ব্বহ ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎ প্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥

শিবরাত্রি
৬।৩।৭০ শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা।

উৎসর্গ।

দাদুমণি স্বপ্না,

গত শিবরাত্রি সন্ধ্যায় ৺দেবাদিদেব মহাদেবের প্রথম প্রহরের পূজাকালে শিবশিরে সজল-বিল্ব-পত্র পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় উপবাসক্লিন্না বিশুদ্ধা ভক্তিতে-আপ্লুতা তোমার পুত, রক্তরাঙ্গা মুখে যে আরক্তিম অপার্থিব দিব্যজ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম সেই শিবমুহূর্ত্তটীই আমার এই শিবরাত্রি ব্রত-কথা লেখার প্রেরণা।

এই ব্রত-কথায় হিন্দু নর-নারীর ভক্তিপূর্ণ ভাবরূপ ও অমৃতময় অন্তরের অন্তর-বাণী সুপ্রকাশ করা, আমার উদ্দেশ্য। ইহার সাফল্য ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতির পূজা, অর্চ্চনা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

তোমার হাতে এই "ব্যাধেশ্বর শিব" গ্রন্থখানি সমর্পণের মূল্যায়ন সকল হিন্দু নর-নারী মনে ও প্রাণে উপলব্ধি করিবে, এই আশায় আমি আশান্বিত। শ্রীশ্রীআশুতোষ সকলের তুষ্টি সাধন করুন।

শিব চতুর্দ্দশী
৬।৩।৭০

ইতি—
দাদু

আশীর্ব্বাণী।

কল্যাণবর,

আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমার এই লেখনী আগামী-দিনের প্রত্যেকটী মানুষকে সৎ, সরল, ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৬নং মল্ রোড
দমদম
১৬'৩,৭০

"সাধিকা মা"
(ব্রহ্মময়ী—মায়াদেবী)

শুভেচ্ছা।

পরম পুরুষই শিব। শিব করুণাময় হয়ে সর্ব্বজীবকে রক্ষা কর্‌ছেন্‌। তিনিই সকলের পরম গতি। এই মহেশ্বরকে সহজে জাগানো যায় শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে।

যে ভক্তিভরে এই উপাখ্যান পাঠ করে, সে এই তিথিতে শিবলোকে গমন করে ও শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ইহজগতে অনেক দুর্গতির হাত হ'তে নিস্তার পায়।

সত্যং শিবং সুন্দরম্‌।

৬নং মল রোড
দমদম
৯।৩।৭০

৺মায়ের দাসানুদাস
শ্রীমৎ স্বামীজি
(শ্রীসুবোধ চন্দ্র মৈত্র
অধ্যক্ষ, এয়ার ইনষ্টিটিউট্‌)

ভূমিকা

ডক্টর বিনোদ বিহারী দত্ত, এম্ এ, বি-এল,
পি এইচ্ ডি, পি আর এস।
(ভূঃ পূঃ, কণ্ট্রোলার, রেজিষ্ট্রার, ইন্স্পেক্টার অফ্ কলেজেস্)

"শ্রীশ্রীব্যাধেশ্বর শিব", শিবরাত্রি ব্রত কথার গূঢ়তত্ত্ব। উপাখ্যানটীর মূল, শিবপুরাণ। পঞ্জিকা ও পুরোহিত দর্পনাদি পুস্তকে সচরাচর যে শিবরাত্রি ব্রত-কথা দৃষ্ট হয়, শিবপুরাণের এই আখ্যানটী তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের প্রণালীতে ইহা লিখিত। এই গ্রন্থে ব্যাধ ও মৃগ-মৃগীর কথোপকথনচ্ছলে, মর্ম্মস্পর্শী নানাধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পরিকল্পনা যেমন অভিনব তেমন চমৎকার।

পুরাণকে বেদোপনিষদের উপবৃংহণ অর্থাৎ সরল বিস্তৃত ব্যাখ্যা বলা হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গ্রন্থকারের এই মনোরম গ্রন্থ সেই শিবপুরাণের শিবরাত্রি ব্রতকথার উপবৃংহণ তো বটেই, অধিকন্তু তাহার তত্ত্বের ব্যাখ্যা। তিনিও হিতোপদেশ এবং পঞ্চতন্ত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এই পুণ্য ব্রতকথা বিবৃত করিতে করিতে যেইখানেই সুযোগ পাইয়াছেন, সেইখানেই অন্যান্য পুরাণ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নীতিকথার সমর্থক বাণী উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার সরল ব্যাখ্যা দিয়া, পরিবার ও সমাজের অশেষ কল্যাণকারী সেই নীতিকথা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই গ্রন্থটী সংসারী লোকের একান্ত অনুসরণীয় শাস্ত্রগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর ঘরে ঘরে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ থাকা উচিত। এই বই বৈষ্ণবগণেরও পাঠ্য। এই বইতে দেখিতে পাইবেন, বিষ্ণু ও শিবে ভেদবুদ্ধি করিতে নাই।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬ শ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সাধারণ অল্পবুদ্ধি সংসারী জনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নাই। (অর্থাৎ

তাহাদিগকে আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনাইলে তাহাদের মাথা গুলিয়া যাইবে)। বরং এ সমস্ত সংসার-কর্ম্মাসক্ত লোকেরা সাংসারিক কর্ম্মের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের ফললাভ করিতে পারে, বুদ্ধিমান্ তাহাই করিবে।

শ্রীভগবানের এই বাণীর নিহিতার্থ কি? কেনই বা বেদের দ্রষ্টার মধ্যে, নারী এবং শূদ্র থাকিতেও, "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" ভাগবতে বলা হইয়াছে, তাহা আমরা অনুধাবন করি নাই। গার্হস্থ্যাশ্রমও যে শ্রেষ্ঠ সাধনাশ্রম হইতে পারে, তাহার বীজ ভগবানের ঐ শ্লোকে আছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ঋষিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর নামেও ইহা প্রকাশ। ঋষ্য=ঋষি সমূহ। শৃঙ্গ=শীর্ষ, শ্রেষ্ঠ। ঋষিকুলের শৃঙ্গ অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া তাঁর নাম হইয়াছিল ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কোন দেবদেবীর আরাধনায় নহে। গৃহদেবতা মাতাপিতার অর্চনা, সেবায়, তিনি ঋষি-শিরোমণি হইয়াছিলেন। তিনি কেবল পিতামাতার উপাসনা করিতেন।

যাঁহারা মূল বাল্মীকি রামায়ণ কিম্বা তাহার অনুবাদ পড়িয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, শ্রীরামচন্দ্রের মত পিতৃভক্ত মহাপুরুষ পুরাণেও দুর্ল্লভ এবং ধারণাতীত। সেইরকম মহান্ পুত্র লাভের জন্য অপুত্রক মহারাজাধিরাজ দশরথ পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পুরোধারূপে যাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত পণ্ডিতগণ বরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন—তিনিই এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।

এই ভারতবর্ষ অদ্ভুত দেশ। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" এই কথা এই ভারতবর্ষে যেমন উদাত্তস্বরে স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক উদ্ঘোষিত হইয়াছে, অন্য কোন দেশে তাহা হইয়াছে কিনা জানি না।

'ভক্তমাল' গ্রন্থে আছে, রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে প্রকৃত ভাগবত ছিল না। অবশেষে মুচিপাড়ার এক মুচিই, শ্রেষ্ঠ ভাগবত এই প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া দর্পহারী ভগবান্ সমবেত পণ্ডিতগণের ও ঋষিগণের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন।

কোন বংশোচিত কর্ম্ম হীন নহে, শ্রেষ্ঠও নহে। যাহার যাহা কুলগত বৃত্তি তাহার পক্ষে তাহাই শ্রেয়ঃ। স্বীয় বৃত্তি পালন করিয়াও নিঃশ্রেয়স্ লাভ করা যায়। ঐতিহাসিক যুগে চামার রুহিদাস, জোলা বা তাঁতি কবীর, জেলে লুইপাদ, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লুইপাদ নিরামিষ খাইতেন না। বরং মৎস্যের "পেঁটা" বা "আঁতরী" (নাড়িভূড়ি) খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁর নাম হইয়াছিল "মৎস্যান্ত্রাদ"।

এমন কি ব্যাধের যে হিংসাকর্ম্ম পশুশিকার, তাহাও অহিংসা হইয়া যায়, যদি স্বধর্ম্ম হিসাবে যথাযথভাবে পালন করা যায়। ব্যাধ এইরকম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হইয়া গেলেন ধর্ম্মব্যাধ, যাঁর কাছে মুনিঋষিরা-ও তত্ত্বকথা শুনিতে যায়। ব্যাধগীতার উপদেষ্টা যে তিনি।

পতিব্রতা নারী জপতপে আগ্রহী না হইয়া কেবল পতিসেবায় সিদ্ধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ উপনিষদে আছে। এই আধুনিক কালেও এইরকম মহীয়সী পতিব্রতা মহিলা কেবলমাত্র পতিসেবার দ্বারা সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, ইহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর দার্শনিক-চূড়ামণি গোপীনাথ কবিরাজের গ্রন্থে পড়িয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, কামাসক্ত হইয়া নহে, নিষ্কামভাবে পতির কর্ত্তব্য ধর্ম্মবোধে পত্নীর সেবা করিলেও সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। অবশ্য এইরকম উদাহরণ আমার জানা নাই। অরুন্ধতীর উপাখ্যান ইহার সমর্থক ধরা যাইতে পারে।

মুনিরা বিবাহ করিতেন। সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতেন। বরং এমন মুনি কমই আছেন, যিনি বিবাহ না করিয়া কামমোহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই যুগে বিবাহিত জীবনে থাকিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সন্তদাস বাবাজী, সীতারামদাস ওঁকারনাথজীর নামোল্লেখই যথেষ্ট। অবশ্য তাঁহারা পত্নীর সেবাকে ৺নারায়ণের সেবা মনে করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন নাই। কিন্তু ভর্ত্তৃহরির কথা "নারী নরকের দ্বার" এই উক্তি যে সব সময়ে সত্য নহে বরং "পত্নী স্বর্গের দ্বার" ও হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

পত্নীমাত্রেই কামিনী নহে যে বর্জ্জন করিতে হইবে। বরং গৃহস্থাশ্রমই প্রকৃত তপঃক্ষেত্র। তাহা না হইলে উপনিষদের ঋষি স্নাতকোত্তর ভাষণে বলিতেন না "পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। (তৈত্তিঃ উপঃ, ১।১১।১)। অর্থাৎ "পাঠ শেষ হইয়াছে। বাবা, বাড়ী যাও, সত্য বলিবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে, যাহাতে বংশলোপ না হয় এবং মাতা পিতা ও গুরুকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে সেবাভক্তি করিবে।"

আলোচ্য শিবরাত্রি ব্রত-কথার ব্যাধ সাধারণ মানুষ নহেন। ইনি ধর্ম্মব্যাধের স্বজাতি। আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য, স্বধর্ম্মপালন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য এবং নীতি উপদেশ দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমস্ত গীতাশাস্ত্র স্বধর্ম্মপালনে, হিংসাত্মক যুদ্ধও কিরূপে অহিংসাত্মক সাধনায় পরিণত হইতে পারে, তাহারই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, "মামনুস্মর, যুধ্য চ"—"আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর"—এই উপদেশই পদে পদে। এই ব্যাধও তাহার দৃষ্টান্ত। তিনিও ছিলেন "পিতৃদেব, মাতৃদেব"। কাজে কাজেই শিবতরুতে অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষে তিনি আরোহণ করিয়াই ছিলেন।

হিন্দুমাত্রেই জানেন তুলসী এবং নারায়ণে যেমন তফাৎ নাই, সেই রকম বিল্ববৃক্ষ এবং মহাদেবে তফাৎ নাই। দুর্গাপূজায় বিল্ববৃক্ষকে শিব বলিয়া পূজাও করা হয়। পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিতে ব্যাধের হৃদয় বিদ্ধ হইয়া সেই শোণিত নয়নদ্বারে অশ্রুরূপে বিগলিত হইয়াছিল। শিব বা কল্যাণ না হইয়া যায় কোথায়? বিশেষতঃ ব্যাধের আপাত প্রতীয়মান অপূর্ণতা মৃগমৃগী আসিয়া পূর্ণ করিয়া দিল।

মৃগ ধাতুর অর্থ অন্বেষণ করা। মৃগ-মৃগী সাধারণ পশু নহে। মনে হয়, তন্ত্রের পশু অর্থাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ। কিংবা বেদসাহিত্যের পশু। ব্রাহ্মণসাহিত্যে পশুর অনেক অর্থ। দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি, পোষণদেবতা পূষা, রক্ষাকারী সোম, দেব সবিতা। আরও অসংখ্য অর্থ আছে।

মৃগ-মৃগী পশ্বাচারী সাধকসাধিকা। তাহারা আসিয়া ব্যাধকে সত্যের, পরার্থে আত্মোৎসর্গের, সন্তানপ্রীতির, সপত্নীসৌহার্দের, পত্নীপ্রেমের এই রকম আরও বহু সদ্গুণের, সম্প্রীতির মাহাত্ম্য শিখাইল।

তাহারা শিখাইয়া গেল, "সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্।" "ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্।" ভুলেও সত্য হইতে, সত্যাচরণ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। ধর্ম্ম হইতে, ধর্ম্মাচরণ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। অসম্পূর্ণ ব্যাধ সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

ওঁ স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

মতিঝিল, দমদম। }
১৫।১০)৭০ }

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

প্রশস্তি

শিবরাত্রি ব্রত আপামর জনসাধারণের একটি প্রাণের অনুষ্ঠান। এই পবিত্র ব্রতের ভিত্তি একটি প্রাণস্পর্শী পৌরাণিক কাহিনী। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিবরাত্রি তিথিতে উপবাসী থাকিয়া একটি ব্যাধ অজ্ঞাতে শিবারাধনা করিল। অন্তে হইল তাহার শিবলোকপ্রাপ্তি।

এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার তাত্ত্বিক রূপ পাইয়াছে পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা মহোদয়ের "ব্যাধেশ্বর শিব" গ্রন্থে। শিবরাত্রি-ব্রতসম্বন্ধে এই প্রকার গভীর ভাবদ্যোতক গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা" গ্রন্থখানি অধ্যাত্মচিন্তার একটি মণিমঞ্জুষা। অশীতিপর দত্তশর্ম্মা মহোদয়ের সমগ্র জীবনব্যাপী অতন্দ্র শাস্ত্রানুশীলনের এই দুইটি অমৃত ফল। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠকগণের পক্ষে উভয় গ্রন্থই অপরিহার্য।

অবশ্য, "ব্যাধেশ্বর শিব" অগণিত ভক্তের মনঃপ্রাণ হরণ করিবে এবং তাঁহাদিগকে শিবানুধ্যানে অনুপ্রাণিত করিবে বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীভূমি, কলি-৪৮।
২০।৬।৭০

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ
উপাধ্যক্ষ,
উইমেন্‌স্ কলেজ, কলিকাতা।

অভিমত

১। "ব্যাধেশ্বর শিব" আখ্যায়িকাটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া অতিশয় আনন্দ পাইয়াছি। লেখক তাঁহার ঐকান্তিক উদ্যমে, বহুমূল্যবান্ তথ্য উদ্ধৃত করিয়া আখ্যায়িকাটি ভক্তিমূলক ও চিত্তাকর্ষক করায় পাঠকদের বারবার পড়িবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই জাগিবে।

এই যুগের নর-নারীরা ক্রমশঃ দেবদ্বিজে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে। সমাজের এই বিবর্ত্তনসময়ে এই আখ্যায়িকাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তকপাঠে পাঠকদের মনে পরিবর্ত্তন ও দেবদ্বিজে আস্থা ফিরাইয়া আনিবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি এই আখ্যায়িকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

দম্‌দম্।
২০। ৩। ৭০

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এম্-এ, বি-টি
(ভূঃ পূঃ) অফিসার অন্-স্পেশাল ডিউটি।
(পঃ বঃ শিক্ষাবিভাগ)

২। বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালী নর-নারীদের ধর্ম্মে আস্থা ফিরিয়ে আনার পথে লেখকের বিশেষ প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর "ব্যাধেশ্বর শিব" নামীয় গ্রন্থে। বহুপরিচিত অথচ বহুবিস্মৃত কাহিনীর নূতন রূপ দিয়েছেন লেখক তাঁহার লেখনীর মাধ্যমে এবং শাস্ত্রোক্ত বাণীর সাহায্যে। অক্লান্ত পরিশ্রমে বহুতথ্যও সংগ্রহ করেছেন। ইহাতে কাহিনীর সারবত্তা প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক প্রগতির কুফল, যাহা ভারত নারীজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, এই গ্রন্থপাঠে তা তিরোহিত হ'বে। লেখকের 'ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা' গ্রন্থখানিও ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে। লেখক প্রকৃতই নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি। আমি এই পরম উপদেশপূর্ণ গ্রন্থের সর্ব্বসাফল্য আশা করি।

কলিকাতা।
২০।৪।৭০

শ্রীগঙ্গাধর সেনগুপ্ত,
এম্-এ

৩। পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্ত শর্ম্মা মহোদয়ের "ব্যাধেশ্বর শিব" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়লাম। আসলে এটি শিবরাত্রি-ব্রত সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান। কিন্তু স্বীকার কর্‌তে দোষ নেই, পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি শুধু বিস্মিত হইনি, অভিভূতও হয়েছি। অতি সহজ সাবলীল ভাষায় কাহিনীর সুনিপুণ পরিবেশনে এবং অন্তর্নিহিত তত্ত্বের বিশ্লেষণে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব দক্ষতা ও গভীর পাণ্ডিত্যের মধ্যে পরমপুরুষ শিবের প্রতি একটি ভক্তিরাগান্বিত মনের আত্মনিবেদনের সুর ফুটে উঠেছে। এই মধুর সুরটিই গ্রন্থের বিশেষত্ব। এবং এই বিশেষত্বই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হবে বিশ্বাস করি।

পি ৯৫, রাষ্ট্রগুরু এভেন্যু।
কলিকাতা-২৮।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী,
এম্‌-এ, বি, টি।

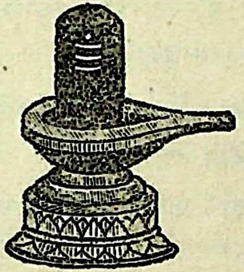

শ্রীশ্রীব্যাধেশ্বর শিব

(শিবরাত্রি-ব্রত-রহস্য)

"শিব এব পরো দেবঃ শিব এব পরং পদম্‌।
শিব এব পরামুক্তি র্নাতঃ পরতরং ব্রতম্‌॥"

প্রথম অধ্যায়

সুচনা

"সুস্বর" বা "রুরুদ্রুহ" নামে ভিল্লবংশীয় এক ব্যাধ প্রাচীন কোন এক বনে বাস করিত। তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি বহু পোষ্য ছিল। পশু শিকার ও নানাবিধ অশুভ কার্য্যের দ্বারা সে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত।

"বাল্যাদারভ্য তেনেহ শুভং কৃতং ন কিঞ্চন।"

বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সে কোন প্রকার শুভ কর্ম্ম করে নাই। এইভাবে তাহার বহুদিন চলিতে লাগিল।

কোন এক সময় জীবের পক্ষে অশেষ কল্যাণদায়ক মহা "শিবরাত্রি ব্রত" তিথি উপস্থিত। ব্যাধ সেই সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। সর্ব্বদা নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া তাহার স্বভাব অত্যন্ত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার একটি সংগুণ ছিল। তাহা তাহার পিতামাতার প্রতি একনিষ্ঠা অচলা ভক্তি।

"মাতা পিত্রোশ্চ শুশ্রুষাং কুর্ব্বতে যে নরোত্তমাঃ।
গঙ্গা বিশ্বেশ্বর ধিয়া তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥"
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যাঁহারা মাতাকে সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী, পিতাকে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর জ্ঞানে সেবা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভাগবত। এই শিবরাত্রি তিথিতে ব্যাধের পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র সকলেই আসিয়া তাহাকে বলিল—

"ভক্ষ্যং দেহি বনেচর"!

হে বনেচর! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি আমাদিগকে খাদ্য দাও।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ পিতামাতার পদধূলি মস্তকে ধারণ করতঃ ধনু ও শর লইয়া মৃগয়ান্বেষণে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যাধ সেইদিন কিছুই পাইল না। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল।

"কিং কর্ত্তব্যং ক্বঃ গন্তব্যং ন প্রাপ্তং বেতনং ময়া
বালাশ্চ তে গৃহে যে বৈ পিত্রোশ্চ কিংনু ভবিষ্যতি॥"

আমার কি করা কর্ত্তব্য ? কোথায় যাওয়া উচিত ? আমি যে কোন খাদ্য পাইলাম না ? গৃহে শিশু-সন্তানেরা আছে, বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন, খাদ্যাভাবে তাঁহাদের কি অবস্থা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। মনে মনে এই প্রকার চিন্তা লইয়া ব্যাধ পুনঃ মৃগয়ান্বেষণে অরণ্যে ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিল, কিন্তু এইবারও তাহার শ্রম বিফল হইল। অতঃপর ব্যাধ অনন্যোপায় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

ব্যাধের শিকারান্বেষণ হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার পিতা, পুত্রের জন্য আকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া আমার একান্ত অনুগত পুত্রকে খাদ্য আনিতে বনে পাঠাইয়াছিলাম, সে এখনও ফিরিল না কেন ? সে কি কোন হিংস্র পশু হস্তে প্রাণ হারাইল ?" পিতা পুনঃ ভাবিতে লাগিল—"না, তাহা কদাপি হইতে পারে না। যে পুত্রের প্রতি পিতামাতা সন্তুষ্ট, তাহাকে স্বয়ং দেবতারাও রক্ষা করিয়া থাকেন।" এই ভাবে নানা চিন্তার মধ্যে ব্যাধের পিতা সতৃষ্ণ নয়নে পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ব্যাধ গৃহে উপস্থিত হইয়া ধনু ও শর ভূমিতে রাখিয়া সাশ্রুনেত্রে পিতাকে প্রণাম করতঃ বিনীতভাবে বলিল—"হে পিতঃ! সারা বনভূমি বিচরণ করিয়াও কোন আহার্য্য পাইলাম না। ধিক্ আমার জীবনে!" পুত্রের মনোগত ভাব জানিবার জন্য, পিতা পুত্র-স্নেহের দুর্বলতা গোপন করতঃ বলিল "রে নরাধম পুত্র আমার! যে পুত্র পিতামাতাকে

আহার প্রদান করে না, পূর্ব্ব জন্মের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সেই পুত্রের জন্মধারণ। এমন পুত্রের মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয়। মনে হয়, তোর অহঙ্কার হইয়াছে যে—আমিই বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ কর্ত্তা, এই প্রকার অহমিকা ভাব প্রকৃতই যদি তোর হইয়া থাকে তবে জানিস্—ইহা একমাত্র অকল্যাণের কারণ। পিতামাতার সুকৃতি ও আশীর্ব্বাদ বলেই পুত্র, সুখ শান্তি ও উন্নতি লাভ করে।"

ভগবদ্ভক্ত ধ্রুবের জীবনে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই। ধ্রুব যখন তপোবলে বিষ্ণুপার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ কর্ত্তৃক আনীত রথে "ধ্রুবলোকে" যাইতেছিলেন, স্বর্গের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—চিরদুঃখিনী মা সুনীতি দেবী যে মর্ত্ত্যধামে রহিয়া গেলেন তাঁহাকে ফেলিয়া স্বর্গে গমন আমার সার্থকতা কি?

"ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ
দর্শয়ামাসতু দেবী পুরো যানেন গচ্ছতীম্।"
(শ্রীমদ্ভাগবত)

বিষ্ণু পার্ষদেরা ধ্রুবের এই প্রকার ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন, তাঁহার জননী তাঁহার পুরোভাগেই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে যাইতেছেন। তখন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন—"আমার মায়ের তপোবলেই আমি আজ স্বর্গলোকে গমনের অধিকারী হইতেছি।"

ব্যাধ পিতার এই প্রকার ভর্ৎসনা বাণী শ্রবণ করিয়া

পিতাকে প্রণাম করিয়া দুঃখিত চিত্তে মায়ের নিকট উপস্থিত হইল এবং মাকে প্রণাম করিয়া পিতার ভর্ৎসনার কথা জানাইল।

পিতার প্রতি পুত্রের যেন কোন অবজ্ঞার ভাব না আসে অথচ তাহার প্রাণেও সান্ত্বনা পায়, এইভাবে মা তাহাকে বলিল "হে পুত্র! তোমার পিতার কথায় দুঃখ করিও না। তিনি যাহা বলিয়াছেন—তাহা ঠিক! তুমি আবার বনে যাও। আমার দৃঢ় প্রতীতি তুমি এইবার কোন পশু শিকারের জন্য পাইবে।" পুত্রকে বনে যাইতে দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া, মা বুঝিতে পারিলেন, এই বিষয়ে পিতার আদেশ পায় নাই বলিয়া পুত্র বনে যাইতেছে না। ইহা বুঝিয়া মা তাহাকে বলিল— "হে বৎস! তোমার পিতা যদিও তোমাকে পুনঃ বনে যাইতে আদেশ করেন নাই কিন্তু মনে রাখিও তাঁহার অভিপ্রায় হইতেছে তুমি পুনঃ শিকারাণ্বেষণে বনে যাও এবং তাঁহার জন্য খাদ্য দ্রব্য লইয়া আস। যে পুত্র পিতার আদেশ না পাইয়াও তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করে সে পুত্রই উত্তম।"

"অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ।
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ॥
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব স পুত্রো অধম উচ্যতে॥"
(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

যে পুত্র পিতার আদেশ না পাইয়াও পিতার অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করে, সে পুত্র উত্তম। যে পুত্র আদেশ

পাইয়া কার্য্য করে সে পুত্র মধ্যম। আর যে পুত্র আদেশ পাইয়াও কার্য্য করে না সে পুত্র অধম।

ব্যাধ তথাপি বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া মা পুনরায় বলিল—"বৎস! বিলম্ব করিও না। আবার যাও। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বসিয়া থাকা মহাপাপ"।

"পিতুর্ব্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে,
স জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ॥"

(অধ্যাত্ম রামায়ণ।)

পিতার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যে পুত্র স্বাধীনভাবে চলে সে জীবন্মৃতাবস্থায় থাকে, কোন প্রকার সুখ বা শান্তি লাভ করিতে পারে না। দেহান্তে সে নিরয়গামী হয়।

মায়ের এই উপদেশ পাইয়া ব্যাধ মায়ের চরণে নত হইয়া বলিল "হে মাতঃ! তোমার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করিব! যে কোন বিপদে বা দুঃখে পড়িনা কেন, তোমার পরম পবিত্র "মা" নামটী যেন আমার চিত্তে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। তোমার চরণধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া আমি শিকারান্বেষণে আবার যাইতেছি।" এই বলিয়া ধনু ও শর লইয়া বাহির হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—

"কিঞ্চিৎ গৃহীত্বা চ ময়া গন্তব্যঞ্চ তথা ব্রজে ৷"

এইবার নিশ্চয়ই কোন শিকার লইয়া পিতামাতার চরণে ফিরিয়া আসিতে পারিব!

ব্যাধ শিকারের জন্য উম্মাদের মত সারা বনভূমি অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোন পথ দিয়া যাইতেছে, তাহার অনুভব নাই। কণ্টকে তাহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। বাহ্য জ্ঞান নাই। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে তমসাচ্ছন্ন গভীর অরণ্য আরও অন্ধকার হইয়াছে। শুধু জ্ঞানটুকু আছে—"মায়ের আশীর্ব্বাদই তাহার পরম সম্বল।"

রাত্রি তখন প্রথম প্রহর। সারা বনভূমি ভ্রমণ করিতে করিতে এক ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ব্যাধ যখন জলপান করিতে উদ্যত হইল তখন তাহার মনে পড়িল, গৃহে আমার বৃদ্ধ পিতামাতা উপবাসী, আর আমি এইখানে জলপান করিয়া তৃপ্ত হইব? পিতামাতার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি, তাহার মনে পড়িল,

"মদ্দুঃখে চ মহদ্দুঃখং মৎসুখে সুখমুত্তমম্।
মদ্গতং জীবনং যস্য বন্দে তং পিতরং শিবম্॥

আমার দুঃখে মহৎ দুঃখী, আমার সুখে মহৎ সুখী, যাঁহাদের জীবন মদ্গত, সেই শিবতুল্য পিতামাতাকে আমি প্রণাম করি।

এই ভাবিয়া হস্তস্থিত জল ফেলিয়া দিল। আবার যখন পিপাসায় প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ব্যাধ তখন ভাবিল "আমি যদি পিপাসায় এইখানে প্রাণ ত্যাগ করি তবে এই দেহদ্বারা পিতামাতার সেবা করিতে পারিবনা। এই চিন্তা করিয়া তৃষ্ণা নিবারণার্থ ব্যাধ আবার জল গ্রহণ করিল।

পান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে এমন সময় ব্যাধ আবার ভাবিল দেহ হইতে প্রাণবায়ু পিপাসায় যখন বাহির হইবার উপক্রম হইবে, তখনই জলপান করিব।

ইহা মনে করিয়া ব্যাধ জলপাত্রে জলপূর্ণ করিয়া রাখিল। সারা বনভূমিতে অন্যত্র কোথাও জলাশয় নাই দেখিয়া ব্যাধ মনে মনে ভাবিল—

"অবশ্যং অত্র কশ্চিৎ বৈ জীবশ্চৈবাগমিষ্যতি"

এই জলাশয়ে জলপান করিবার জন্য কোন না কোন প্রাণী নিশ্চয়ই আগমন করিবে। তখন তাহাকে হত্যা করিয়া আমার পরিবারবর্গের তৃপ্তি সাধন করিব।

এই জলাশয়ের সন্নিকটে একটী বিল্ববৃক্ষ আছে। কোন হিংস্র পশু তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে, এই ভয়ে ধনু ও শর এবং পাত্রস্থিত জল লইয়া ব্যাধ সেই বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিল।

"রাত্রৌ তত্র তদা স্থিত্বা দৃষ্টিং বদ্ধাতু সত্ত্বকে
কদায়াস্যতি কশ্চিদ্বৈ কদাহন্যামহং পুনঃ ॥"

সেই রাত্রি বৃক্ষের উপর আরোহণ করতঃ কোন সময় কোন প্রাণী আসিবে এবং কখন তাহাকে হত্যা করিবে এই চিন্তা করিতে করিতে ব্যাধ সেই প্রাণীর আগমনের আশায় সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

❀ ❀ ❀

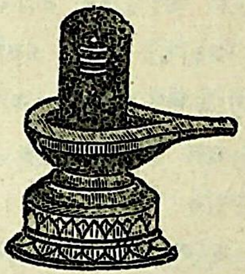

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবের প্রথম প্রহরের পূজা

"প্রথমে চৈব যামে চ মৃগী হ্যেকাসমাগতা।
তৃষ্ণার্ত্তা চকিতা সাবৈ হ্যুৎফালং কুর্ব্বতী তদা॥"

রাত্রির প্রথম প্রহরে একটী মৃগী তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে লাফাইয়া লাফাইয়া জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল।

"তাং দৃষ্ট্বা চ তদা তেন শরোর্ধন্নুষি সংদধে।"

ব্যাধ সেই মৃগীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ধনুতে শর যোজনা করিল—

"তস্য এব কুর্ব্বতস্তত্র জল বিল্বদলানি চ।"
"পতিতানি হ্যাধস্তত্রশিবলিঙ্গ মভূদ্ধ্রূবাঃ ;
"যামস্য প্রথমস্যৈব পূজাজাতা শিবস্য চ,
"তন্মহিম্না চ তস্যৈব পাতকং জ্বলিতং তদা।"

ব্যাধ যে বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল তাহার নিম্নে কোন সময়ে কোন মহাত্মা পুরুষ একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধনুতে শর যোজনা করিবার সময় ব্যাধের নড়াচড়ায় পাত্রস্থিত জল ও শাখাচ্যুত বিল্বপত্র সকল সেই শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহাতে সহজেতুষ্ট আশুতোষের পূজা হইল এবং সেই পূজা প্রভাবে ব্যাধের পূর্ব্বকৃত পাপ দগ্ধ হইয়া গেল।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব্যাধকে তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত দেখিতে পাইয়া মৃগী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই ব্যক্তি কেমন নিষ্ঠুর! পাষাণ হৃদয়! পরের জীবন বিনাশ করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেছে না? চৌরাশী লক্ষ যোনী পরিভ্রমণ করিয়া জীব সর্ব্বশেষে দুর্ল্লভ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণান্তে পরের প্রাণ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে!

জীবের চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

স্থাবরে লক্ষবিংশত্যো জলজং নবলক্ষকম্।
কৃমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্॥
পশ্বাদিনাং লক্ষ ত্রিংশ চ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে।
ততো হি মানুষা জাতা কুৎসিতা দের্ব্বিলক্ষকম্॥

বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু—	২০ লক্ষ বার।
মৎস্যাদি জলজ প্রাণী—	৯ লক্ষ বার।
কৃমিজ প্রাণী—	১১ লক্ষ বার।

পক্ষী—	১০ লক্ষ বার।
গো মহিষাদি পশু—	৩০ লক্ষ বার।
বানর—	৪ লক্ষ বার।

এইভাবে চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণের পর জীব মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে।

মৃগী আবার ভাবিতে লাগিল "এই ব্যাধের যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য আছে। অথচ আমরা তাহার অত্যাচারের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছিনা। তাই আজ অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া এই ব্যাধ আমাকে হত্যা করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছে না। এই অন্যায় কর্ম্মের ফলে দেহত্যাগান্তে তাহার পারলৌকিক গতি যে কি হইবে, তাহাও সে একবার ভাবিয়া দেখিতেছে না।"

অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া জীব অন্যায় কর্ম্ম করিলে তাহার যে কি গতি হয়, ধর্ম্মরাজ যম নচিকেতাকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন—

ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ ।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুর্নবশমাপদ্যতে মে ।।
(কঠোপনিষদ্)

যে ব্যক্তি ধনসম্পত্তির মোহে অভিভূত হইয়া বিবেক শক্তি হারাইয়াছে, সে কখনও ভাবে না যে ইহলোক ছাড়া ও

পরলোক আছে। কেহ এই সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও তাহার নিকট পরলোক প্রতিভাত হয় না। সুতরাং সে মনে করে যে এই লোকই লোক, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। এই লোকে যত অন্যায় কর্ম্ম করিনা কেন, আমাকে শাস্তি দিবার কেহ নাই। এমন ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার শাসনাধীন হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে পুরাণ শাস্ত্রে আছে—

'নরকে পচ্যমানস্তু যমরাজেন ভাষিতঃ
কিংত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥
(গরুড় পুরাণ)

একজন পাপাত্মা স্বীয় কুকর্ম্মফলে নরকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছিল; তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া স্বয়ং যমরাজ বলিয়াছিলেন "যাঁহাকে ভজনা করিলে সর্ব্ববিধ দুঃখ দূর হয়, সেই ক্লেশনাশন কেশবকে তুমি কি জীবনে কোন দিন অর্চ্চনা কর নাই"?

এই জন্য জীবের মুক্তিলাভ সম্বন্ধে "শ্রুতি বলেন—

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ।
য এতৎ বিদুঃ অমৃতাস্তেভবন্তি" ॥

শ্রীভগবান যেমন আনন্দস্বরূপ আবার পাপাত্মাদিগের পক্ষে তিনি মহাভয়ের স্বরূপও বটেন। তিনি বজ্র উত্তোলন করিয়া আছেন। যে মূহুর্ত হইতে জীব অন্যায় বা কুকার্য্য করিতে থাকিবেন, সেই অবধি তিনি তাঁহার কৃত অন্যায় বা

কুকার্য্যের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবেন। যাঁহারা প্রাণে প্রাণে ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ ধ্যান, ভগবৎ কর্ম্মে রত থাকেন। কাজে কাজেই তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

মৃগী এইপ্রকার নানা চিন্তা করতঃ আবার ভাবিল—

"আমরা অজ্ঞ পশু! আমাদের বোধ শক্তি বা কত? এই ব্যক্তি যখন উত্তম মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন আমাকে বধ করিবার জন্য তাহার হয়ত কোন মহান্ উদ্দেশ্য থাকিতেও পারে। কাহারও মনোগত অভিপ্রায় না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা করা কখনই উচিত নহে।

অপাপে পাতকং যস্তু সমারোপতি নিন্দতি।
স যাতি নরকান ঘোরান্ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

নিষ্পাপ ব্যক্তিতে যে ব্যক্তি পাপ আরোপ করে এবং তাহার নিন্দা করে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য তারকা বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত সে নিরয়যাতনা ভোগ করিবে।

সুতরাং ব্যাধের মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য মৃগী জিজ্ঞাসা করিল "হে ব্যাধ! নিষ্ঠুরের মত তুমি এ কি কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমাকে হত্যা করিয়া তুমি কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে? কালরূপ শমন যে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ব্যাধকে নীরব; নিস্পন্দ

ও অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া মৃগী মনে মনে ধারণা করিল, এই ব্যক্তি বোধহয়, কোন প্রকারে বিপন্ন হইয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং মৃগী ব্যাধকে অনুনয় করিয়া বলিল, "তুমি কি কোন প্রকার বিপন্ন হইয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমার বিপদে সহায় হওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য। বল, বল হে ব্যাধ! তোমার কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে?"

তখন ব্যাধ আর নীরব থাকিতে পারিল না। অতি কাতরভাবে ব্যাধ বলিল—

"কুটুম্বং ক্ষুধিতং মেহদ্য হত্বা ত্বাং তর্পয়াম্যহম্ ।"

আজ আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার মাংসের দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিব, ইহাই আমার বাসনা।

তচ্ছ্রুত্বা সা মৃগী হৃষ্টাধন্যাহহং ব্যাধ সত্তম ।
মন্মাংসেন সুখং স্যাদ্বৈ দেহস্যানর্থ কারিণঃ ।।"

পিতামাতাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাধের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, এই জন্য ব্যাধ তাহাকে হত্যা করিতেছে। এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মৃগী সানন্দে বলিল, "হে ব্যাধসত্তম! আমার জীবন ধন্য। অনর্থকারী আমার এই দেহের মাংসের দ্বারা তোমার পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র সকলেরই সুখ হইবে।" মৃগীর এই উত্তর ব্যাধকে বিস্মিত করিল। মৃগী তাহা বুঝিয়া বলিল—

"উপকার করস্যৈব যৎপুণ্যং জায়তে ত্বিহ।
তৎ পুণ্যং শক্যতেনৈব বক্তুং বর্ষশতৈরপি।"

হে ব্যাধ! আমি জীবন দান করিব! তাহাতে বিস্মিত হইও না। যে ব্যক্তি পরের উপকার করে তাহার যে কি পুণ্য সঞ্চয় হয় তাহা আমি শতবৎসর ধরিয়া বর্ণনা করিলেও শেষ হইবে না। ইহা বলিতে বলিতে মৃগী আনন্দে অভিভূতা হইয়া বলিল—

"অসারস্য শরীরস্য সাফল্যং মে ভবিষ্যতি।"

এই শরীর অসার, অনিত্য একদিন না একদিন বিনষ্ট হইবেই। আজ এই অসার শরীর পরোপকারার্থে দান করিয়া সার্থক করিব।

মৃগীকে স্বেচ্ছায় পরার্থে দেহ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত দেখিতে পাইয়া ব্যাধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিল, "হে মৃগী!" তবে তুমি প্রস্তুত হও, তোমাকে হত্যা করিয়া আমার পরিবারবর্গের জীবন রক্ষা করিব।

"পরন্তু শিশবো মেঽদ্য বর্ত্তন্তে হ্যাশ্রমে মম
ভগিনীঞ্চ সমর্প্যৈব স্বামিনে বিধিবৎ তদা।
আয়াস্যে চ পুনর্মাংসাৎ তৃপ্তিস্তে সর্ব্বথা শুভা।।"

মৃগী বলিল, তুমি আমায় হত্যা করিবে, ইহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমার শিশু সন্তানেরা আছে। তাহাদিগকে বিধিপূর্ব্বক স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি পুনর্ব্বার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিব। আমার মাংসে তোমার পরম তৃপ্তি হইবে, পিতামাতার তৃপ্তিতেই ব্যাধের

তৃপ্তি। পিতামাতার সন্তোষেই পুত্রের সন্তোষ। এই মহান ভাব ব্যাধের ছিল। তাই মৃগী "তৃপ্তিস্তে সর্ব্বথা শুভা" বাক্যটী ব্যবহার করিল।

"ইত্যুক্তোঽপি তদা ব্যাধো ন মেনে বচনং মম ঃ
সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ ॥"

"আমি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিব" এই আশ্বাসবাণী মৃগী দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাধ বলিল "আমি তোমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বিপদ্‌কাল যখন উপস্থিত হয়, তখন সকলেই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ অপরকে অবিশ্বাস করিতে পারে এই ধারণা সরলপ্রাণা মৃগীর অন্তরে কোনদিন স্থান পায় নাই। তাই অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া মৃগী ব্যাধকে বলিল—

"নমে মিথ্যাবচস্ত্বঞ্চ জানীহি পশুঘাতক ॥"

হে পশুঘাতক! সর্ব্বদা পশু হত্যা করিতে করিতে তোমার চিত্ত অত্যন্ত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই তোমার অন্তরে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ। তুমি নিশ্চিত জানিও আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না।

এই প্রকার বাক্য বলা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর ব্যাধ ধনু উত্তোলন করিয়া মৃগীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্যাধের এই অবস্থা দেখিয়া মৃগী ব্যাধের মনে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—

"শৃণু ব্যাধ প্রবক্ষ্যামি পাপং মে শিরসি ভবেৎ।
যদ্যহং নাগমে হ্যত্র এতেষাং পাতকং মম।
ব্রাহ্মণো বেদবিক্রেতা সন্ধ্যাহীন স্ত্রিকালকম্।
স্ত্রীয়শ্চ স্বামিনো হ্যাজ্ঞাং সমুল্লঙ্ঘ্য ভবেচ্চ যৎ॥
কৃতঘ্নে চৈব যৎ পাপং যৎ পাপং বিমুখে হরেঃ।
দ্রোহিণাশ্চৈব যৎ পাপং যৎ পাপং ধর্ম্ম লঙ্ঘনে॥"

হে নিষ্ঠুর পশুঘাতক! তুমি শ্রবণ কর। আমি ক্রমশঃ যে সমস্ত পাপের বর্ণনা করিব, যদি আমি ফিরিয়া না আসি, তবে সেই সমস্ত পাপ আমার শিরোপরি পতিত হউক।

১। "ব্রাহ্মণো বেদ বিক্রেতা"। ব্রাহ্মণ বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া যদি তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহার যে পাপ হয়—

২। "সন্ধ্যাহীনস্ত্রিকালকম্" প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা না করেন, তাঁহার যে পাপ হয়—
এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"একাহন্ জপ হীনস্তু সন্ধ্যাহীন দিনত্রয়ম্।
দ্বাদশাহন্ নগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ।
তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

যে ব্রাহ্মণ একদিন যদি জপ না করেন, তিন দিন সন্ধ্যা না করেন এবং দ্বাদশ দিন ধরিয়া যজ্ঞ না করেন, তিনি শূদ্র পদ বাচ্য সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ, তিন বেলা সুসমাহিত হইয়া সন্ধ্যা করিবেন। কখনও এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না।

মোহ বশতঃ অর্থাৎ বিষয়ের মোহে মোহিত হইয়া বিষয়াণ্বেষণের জন্য যে ব্যাক্তি সন্ধ্যার সময় অতিক্রম করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় নরকে গমন করে।

৩। স্ত্রিয়শ্চ স্বামিনোহ্যাজ্ঞাং সমুল্লঙ্ঘ্য ভবেচ্চযৎ—

স্ত্রী যদি স্বামীর আজ্ঞা লজ্ঘন করিয়া তাঁহার আদেশ পালন না করে, বরং স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তাহার যে পাপ হয়—

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয় কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥

পতিই নারীর একমাত্র দেবতা, বন্ধু এবং গুরু। প্রাণের বিনিময়ে হইলেও স্বামীর সেবা করিবে। কায়মনোবাক্যে প্রিয় কর্ম্ম দ্বারা যিনি স্বামীসেবা করেন ও তাঁহার প্রাণে সন্তোষ বিধান করেন, তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

ভর্ত্তুঃ শাসন মুলঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে।
তস্যান্নং ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী॥
(বৃহস্পতি সংহিতা)

স্বামীর আদেশ লজ্ঘন করিয়া যে রমণী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তাহার প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে নাই। তাহাকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে।

৪। "কৃতঘ্নেচৈব যৎ পাপং"—উপকারীর উপকার স্বীকার না করিলে যে পাপ হয়—

৫। "যৎ পাপং বিমুখে হরেঃ"—হরির প্রতি বিমূখ হইলে যে পাপ হয়—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্মুখম্ ।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

মহাত্মা শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ দিয়াছেন, "হে রাজন! নারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা না রাখিয়া চান্দ্রায়ণাদি যত কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করা হউক না কেন, ত্রিভূবন পবিত্রকারী গঙ্গার জল যেমন মদ্যভাণ্ডকে পবিত্র করিতে পারে না, ঠিক সেই প্রকার নারায়ণ-পরাঙ্মুখ প্রায়শ্চিত্তাদিতে জীবকে শুদ্ধ করিতে পারে না।"

মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে আমরা ভগবানের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি।

কদা নিষ্ক্রামণং মে স্যাৎ গর্ভ নিরয় সন্নিভাৎ ।
ইত ঊর্দ্ধং নিত্যমহং বিষ্ণুমেবানুপুজয়ে ॥"

(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

হে বিষ্ণো! কখন আমি গর্ভ-নরক হইতে বাহির হইব? এই নরক হইতে যে মূহুর্ত্তে তোমার কৃপায় নির্গত হইতে পারিব তখন হইতে তোমারই অর্চ্চনা আমি নিত্য করিব।

যাহারা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বিমুখ, স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁহার দূতগণকে আদেশ দিয়াছেন—

যে বিষ্ণুভক্তি বিমুখা ন নমন্তি
যে চ নারায়ণায় শরণাগত পালকায়
বিষ্ণ্বালয়ঞ্চ নহি যান্তি নরোঽহহতি
মূর্খাস্তনা নয়ধ্বমতি পাপতরান প্রশস্যান্"
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যাহারা বিষ্ণুভক্তি বিমুখ, শরণাগত পালক নারায়ণকে নমস্কার করে না, বিষ্ণু মন্দিরে গমন করে না, তাহারা অত্যন্ত মূর্খ। তাহাদিগকে শীঘ্র আমার কাছে লইয়া আসিও। তাহারা আমার দ্বারে অতিথি।

৬। দ্রোহিনাশ্চৈব যৎ পাপং—পরকে হিংসা করিলে যে পাপ হয়—

পরপত্নী পরদ্রব্য পর হিংসাসু যো মতিম্।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তুষ্যতে তেন কেশবঃ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যে ব্যক্তি পরপত্নী, পরদ্রব্য এবং পরহিংসার প্রতি মন দেয় না, হে রাজন। তাহার প্রতি কেশব সন্তুষ্ট থাকেন।

অভেদ বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা কোনদিন প্রকৃত অহিংস হইতে পারিব না। এই সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে—

যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
(ঈশোপনিষদ)

যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সমস্ত প্রাণীকে নিজ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান এবং সমস্ত প্রাণীতে নিজেকে দেখিতে পান, তাঁহার কখনও কাহারও প্রতি হিংসার ভাব থাকিতে পারে না।

৭। "যৎ পাপং ধর্ম্ম লঙ্ঘনে"—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যাহার যাহা ধর্ম্ম, তাহা লঙ্ঘন করিলে যে পাপ হয়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

(গীতা)

স্বধর্মে নিধন হওয়া ও ভাল। তথাপি পরধর্ম আশ্রয় করা উচিত নহে। তাহাতে মহৎ ভয় আনিয়া দেয় অর্থাৎ তাহা অধোগতির কারণ বলিয়া অভিহিত হয়।

"তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ।

হে ব্যাধ! এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে যদি তোমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া না আসি তাহা হইলে যে সমস্ত পাপের কথা বর্ণনা করিলাম, সেই সমস্ত পাপে আমি লিপ্ত হইব।

মৃগীর এই প্রকার অমৃত তুল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে ব্যাধের নয়নদ্বয় ভরিয়া উঠিল। তখন সে ভাবিতে লাগিল, এই রকম হিতকথা আমায় কেহ কোনদিন বলে নাই। এই রকম ভাল উপদেশ আমি কোনদিন শুনি নাই এবং এইরকম নিঃস্বার্থ-পরায়ণ উপদেষ্টা ও আমি কোনদিন পাই নাই। অনন্তর ব্যাধ বলিল—

গচ্ছ শীঘ্রং সমাব্রজ ।

হে মৃগী, যাও। শীঘ্র আমার কাছে চলিয়া আসিও।

"মৃগী হৃষ্টা জলংপীত্বা গতাহ্যাশ্রম মণ্ডলম্ ।"

মৃগী যে বাক্য-রক্ষার্থ পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিষ্ঠুর ব্যাধের প্রাণে স্থান পাইয়াছে দেখিতে পাইয়া মৃগী অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইল এবং জলপান করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া গেল।

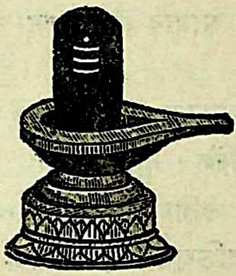

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবের দ্বিতীয় প্রহরের পুজা

মৃগী ফিরিয়া আসিতেছেনা দেখিয়া তাহার সপত্নীভগিনী আশ্রমে চিন্তা করিতে লাগিল "আমার ভগিনী তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া জলপান করিতে গিয়াছে বহুক্ষণ হইল, এখন ও ফিরিতেছেনা কেন? তাহাকে কি অরণ্যের কোন হিংস্রপশু হত্যা করিল? এই ভাবে নানা চিন্তা করিয়া মৃগী তাহার স্বামীকে কাতর হইয়া বলিল "হে স্বামিন! আমার ভগিনী জলপান করিতে গিয়াছে অনেকক্ষণ হইল এখন ও ফিরিল না। আমার নানা দুর্ভাবনা হইতেছে। আমি তাঁহার দাসী। তাঁহার খোঁজ করা আমার একান্ত প্রয়োজন। আমায় অনুমতি দিন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া আসি। আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া, আমি দৃঢ় করিয়া বলিতে পারি, আমার ভগিনীকে কোন আরণ্যক পশু হত্যা করিতে উদ্যত হইলে ও তাহার মুখবিবর হইতে আমার ভগিনীকে আমি মুক্ত করিয়া আনিতে পারিব।

প্রভো। আপনি আমার জীবনাশঙ্কা করিবেন না। আমায় অনুমতি দিন।"

মৃগীর এবম্বিধ কাতরতা দেখিয়া স্বামী সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে যাওয়ার অনুমতি দিল। মৃগী মাথা নোয়াইয়া স্বামীকে প্রণাম করতঃ ত্বরায় ভগিনীকে অন্বেষণ করিতে চলিয়া গেল।

তস্যা মার্গং বিচিন্বন্তী হ্যাজগাম জলার্থিনী।

ভগিনী যে পথ দিয়া গমন করিয়াছে সেই পথ অনুসন্ধান করিতে করিতে এই মৃগীর ও অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইল। তখন পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য মৃগী পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের জল সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

তাং দৃষ্ট্বাতু স্বয়ং ভিল্লশ্চক্রে বাণস্য কর্ষণম্।
পূর্ব্ববজ্জল পত্রানি পতিতানি শিবোপরি॥
যামস্য দ্বিতীয়স্যৈব পুজা জাতা মহাত্মনঃ।

ব্যাধ এই মৃগীকে দেখিয়া আনন্দে ধনুতে বান আকর্ষণ করিলে ব্যাধের নড়াচড়ায় পূর্ব্বের ন্যায় পাত্রস্থিত জল ও শাখাচ্যুত বিল্বপত্র শিবের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহাতে পরম করুণাময় আশুতোষ শিবের দ্বিতীয় প্রহরের পূজা সমাপ্ত হইল।

ব্যাধকে এই রকম নিষ্ঠুর কর্ম্মে রত দেখিয়া মৃগী জিজ্ঞাসা করিল, কিং করোষি বনেচর।" হে বনেচর তুমি কি করিতেছ? ইহা কি তোমার উচিত কর্ম্ম? উত্তম মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংগোপনে অতর্কিতে একটি তৃষ্ণার্ত্ত পশুর প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছ? স্বয়ং দেবতারা পর্য্যন্ত যে মানবকুলে

জন্ম নিতে আকাঙ্ক্ষা করেন তুমি সেই মানবকুলে জন্মিয়া এই ভাবে মানবমহত্বের পরিচয় দিতেছ? মহতের স্বভাব কি, তুমি আমার কাছে শোন—

"মহভানাং স্বভাবোঽন্তি পরেষাং হিতমাবহেৎ ॥"

"পরের হিতসাধন করাই মহতের স্বভাব।" এই প্রকার হিতবাণী বলা সত্বেও ব্যাধকে নীরব নিস্পন্দ দেখিয়া মৃগী ভাবিল কোন মহদনুষ্ঠানের জন্য বোধহয় এই ব্যক্তি আমায় বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য কি জনিয়া লই। ইহা ভাবিয়া মৃগী জিজ্ঞাসা করিল "হে ব্যাধ! তুমি কেন আমায় বধ করিতে চাহিতেছ, বল?" ব্যাধ তদুত্তরে সজলনয়নে বলিল—

"কুটুম্বং ক্ষুধিতং মে অদ্য হত্বা ত্বাং তর্পয়াম্যহম্ ॥

"গৃহে অদ্য আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ক্ষুধিত আছেন। তোমাকে হত্যা করিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিব। ইহাই আমার বাসনা।" পিতৃমাতৃ সেবার জন্য ব্যাধের এই ব্যাকুলতা দেখিয়া মৃগী পরম সন্তুষ্ট হইল এবং ভাবিল এমন পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান যদি পরমগতি লাভ না করে, তবে এই সংসারে আর কে করিবে?

স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"দেব গন্ধর্ব্ব গোলকান্ ব্রহ্মলোকান্ তথা পরান্ ॥"
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতৃপিতৃ পরায়ণাঃ ॥

(বাল্মিকী রামায়ণ)

ব্যাধের এই মহৎ অনুষ্ঠানে মৃগী নিজের দেহ দানের

সুযোগ পাইয়াছে ভাবিয়া নিজকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বলিতে লাগিল—

"ধন্যাঽহং শ্রুয়ভাং শ্রেষ্ঠ সফলং দেহধারণম্ ।
অনিত্যেন শরীরেনহ্যুপকারো ভবিষ্যতি ॥"

"হে মহাত্মন্ পিতামাতার সেবাই তোমার একমাত্র ব্রত সুতরাং তুমি অতি মহৎ। আমার বাক্য শ্রবণ কর! আমার দেহধারণ সার্থক হইয়াছে। আমার জীবন ধন্য। এই অনিত্য শরীর দ্বারা তোমার মহান উপকার হইবে।" ব্যাধ তখন মৃগীকে বলিল—"তবে তুমি প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে হত্যা করিয়া ক্ষুধার্ত্ত পিতামাতার তৃপ্তি সাধন করিব।"

"পরন্তু মম বালাশ্চ গৃহে তিষ্টন্ত্যথার্ভকাঃ।
ভর্ত্রে তান্ সমর্প্যৈব হি আগমিষ্যামি অহং ধ্রুবম্ ॥

মৃগী উত্তর করিল, "হে মহাত্মন্! আমাকে হত্যা কর, কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু গৃহে আমার শিশু সন্তানেরা আছে। তাহাদিগকে আমার স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব।"

পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী মৃগীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাধ বলিল, "হে মৃগি! তুমিও আজ মিথ্যা কথা বলিয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছ? তোমার মহান ধর্ম্মের ভাব আছে, আমি স্বীকার করি। কিন্তু মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে আর কি সেই ধর্ম্মভাব থাকে?"

"অধীত বেদশাস্ত্রোঽপি সদাবেদরতোঽপি বা"
"বিনাশকালে সম্প্রাপ্তে ধর্ম্মমার্গাৎ চ্যুতো ভবেৎ
(মৎস্য পুরাণ)

অতঃপর ব্যাধ মৃগীকে রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—

"তব উক্তঞ্চ ন মন্যে অহং হন্যামি ইতি ন সংশয়ঃ।

তোমার আশ্বাসবাণী আমি শুনিবনা। আমি তোমাকে হত্যা করিব। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইহা বলিয়া ব্যাধ ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া মৃগীকে বধ করিতে উদ্যত হইল।

ব্যাধকে এই প্রকার সন্দিগ্ধ চিত্ত দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে মৃগী বলিল "হে ব্যাধ! তুমি শোন। তোমাকে কথা দিয়া যদি আমি ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে যে সমস্ত পাপের কথা আমি বর্ণনা করিব, সেই সমস্ত পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।"

"বাচো বিচলিতা যস্য সুকৃতং তেন হারিতম্।
"মেদিনী তস্য পাপেন কম্পতে চ মূহুর্মুহুঃ॥

যাহার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহার আজন্ম সঞ্চিত সুকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। মেদিনী তাহার পাপে মুহুর্মূহু কম্পিত হয়। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বয়ং দশরথ। তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র যাহা প্রার্থনা করিবেন, রাজা দশরথ তাহা তাঁহাকে দান করিবেন। কিন্তু যে মূহুর্ত্তে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে চাহিয়

বসিলেন তখন দশরথ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে দিতে চাহিলেন না। ইহাতে সমগ্র পৃথিবী মূহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল।

"চচাল বসুধা কৃৎস্না দেবানাঞ্চ ভয়ং মহৎ।"

(অধ্যাত্ম পুরাণ)

তখন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। দশরথের পাপে পৃথিবী ধ্বংস হইবে ভাবিয়া দেবতাদের প্রাণেও ভীতির সঞ্চার হইল।

(১) পতিব্রতাং স্ত্রীয়ং হিত্বা হি অন্যাং
গচ্ছতি যঃ পুমান্।
তৎপাপং শিরসি মেঽদ্য যদ্যহং নাগমে পুনঃ ।।

পতিব্রতা রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া যে পুরুষ অন্য নারীতে গমন করে, তাহার যে পাপ হয়, আমি যদি অদ্য ফিরিয়া না আসি, সেই সমস্ত পাপ আমার শিরোপরি পতিত হউক।

"ভত্র যস্তু পরবিত্ত অপত্য কলত্রানি অপহরতি স হি
"কালপাশবদ্ধো যমপুরুষৈরতি ভয়ানকৈস্তামিস্র
"নরকে বলান্নিপাত্যতে ।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

যে ব্যক্তি পরের বস্তু, পুত্র বা ভার্য্যা অপহরণ করে যমপুরুষগণ তাহাকে কালপাশে বদ্ধ করিয়া অতি ভীষণ তামিস্র নরকে বলপূর্ব্বক নিপাতিত করে।

সতীনারীর যে কি প্রভাব, তাহা অত্রি ঋষির পত্নী অনুসূয়াকে স্বয়ং গঙ্গাদেবীর উক্তিতে পাওয়া যায়,

"মমাপি পাপনাশোহৈব দৃষ্ট্বা পতিব্রতাং প্রিয়ে।"

হে প্রিয়ে! ত্রিতাপদগ্ধজীব আমার জলে স্নান করিয়া তাহাদের সমস্ত পাপ আমাকে দিয়া যায়। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে যদি কোন দিন কোন পতিব্রতা নারী আমার জলে স্নান করেন, তখন তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শে আমারও সেই সমস্ত পাপ দুরীভুত হইয়া যায়।

(২) "বেদধর্ম্মান্ সমুল্লঙ্ঘ্য কল্পিতেন পথা ব্রজেৎ"

বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি ইচ্ছামত বা কল্পিত পথে বিচরণ করে তাহার যে পাপ হয়—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তৎবিপর্য্যয়ঃ।
"বেদনারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রূমঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

জীবের কল্যাণের জন্য বেদে যাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে তাহাই ধর্ম্ম। বেদবহির্ভূত যাহা—তাহা অধর্ম্ম। বেদই সাক্ষাৎ নারায়ণ। নিঃশ্বাসের মত আপনা হইতেই বেদের উৎপত্তি।

(৩) "বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্তঃ শিবনিন্দাং করোতীহ॥

বিষ্ণুর ভক্ত হইয়া যে ব্যক্তি ইষ্টের পক্ষ সমর্থন করিতে শিবনিন্দা করে, তাহার যে পাপ হয়। বিষ্ণুভক্ত হইয়া শিবনিন্দা করিলে কি গতি হয় তাহা শিবের প্রতি বিষ্ণুর মুখ-নিঃসৃত বাণীতে পাই—

"মম ভক্তশ্চ যো নিত্যং তবনিন্দাং করিষ্যতি
তস্য বৈ নিরয়ে বাসং প্রযচ্ছে নিয়তং ধ্রুবম্ ।"

(জ্ঞান সংহিতা)

হে শিব। আমার ভক্ত হইয়া যে ব্যক্তি আপনার নিন্দা করে, তাহাকে আমি সতত নরকে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

"শিব এব হরিঃ সাক্ষাৎ হরিরেব শিবঃ স্বয়ং"
তয়োরন্তরকৃৎ যাতি নরকান্ কোটী কোটীশঃ ।।

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

শিবই সাক্ষাৎ হরি। আবার হরিই সাক্ষাৎ শিব। এই হরি ও শিব, উভয়ের মধ্যে যে ভেদ রচনা করে, তাহাকে কোটী কোটী নরক ভোগ করিতে হয়।

(৪) "পিত্রোঃ ক্ষয়াহমাসাদ্য শূন্যৈশ্চৈবা
ক্রমেদিহ"

পিতামাতার শ্রাদ্ধতিথিতে যে হতভাগ্য পুত্র শ্রাদ্ধাদি না করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করে, তাহার যে পাপ হয়—

পিতৃপুরুষগণ দেহ ত্যাগান্তে যে লোকেই গমন করুন না কেন, তাঁহাদের বংশধরের প্রদত্ত পিণ্ডাদি তাঁহারা সেই সব লোকে পাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"দেবো যদ্যপি জাতোঽয়ং মনুষ্যঃ কর্ম্মযোগতঃ।
"তস্যান্নমমৃতং ভূত্বা দেবত্বেঽপি অনুযাতি চ ।।
গন্ধর্ব্বে ভোগরূপেন পশুত্বে চ তৃনং ভবেৎ ।
সর্পত্বে বায়ুরূপেন রাক্ষসেষু তথামিষম্।" ॥

দানবত্বে তথামাংসং প্রেতত্বে রুধিরংতথা।
মনুষ্যত্বে পানাদি নানাভোগরসো ভবেৎ ॥
(গরুড় পুরাণ)

মনুষ্য নিজ কর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সুকর্ম্মের ফলে মনুষ্য যদি দেবলোক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বংশধরের প্রদত্ত পিণ্ডাদি অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে, গন্ধর্ব্বলোকে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাদের ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে, পশুকুলে জন্ম্ গ্রহণ করিলে তৃণরূপে পরিণত হয়—সর্পকূলে জন্মগ্রহণ করিলে বায়ুরূপে, রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিলে আমিষরূপে, দানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিলে মাংসরূপে, প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে রুধিররূপে এবং মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে নানাবিধ রসযুক্ত ভোগ্যবস্তু রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

সীতা দেবী যখন ফল্গুনদীতে দাঁড়াইয়া স্বামীর পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে বালি-পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, তখন দশরথ হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অহং দশরথো নাম শ্বশুরস্তে চ সুব্রতে
"তৃপ্তা স্ম তবপিণ্ডেন শ্রাদ্ধং তে সফলংকৃতং।

হে সুব্রতে। আমি তোমার শ্বশুর দশরথ। শুধু আমি নই মা। তোমার প্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা আমার পিতৃপুরুষগণ সকলেই তৃপ্ত হইয়াছেন। তোমার কৃত শ্রাদ্ধ সফল হইয়াছে।

৫। "দত্ত্বা চ পরিতাপঞ্চ করোতি বঞ্চনং পুনঃ।
তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহংনাগমে পুনঃ ॥

দান করিয়া যে ব্যক্তি পরে তজ্জন্য পরিতাপ করে, এবং বঞ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, তাহাতে যে পাপ হয়, আমি যদি পুনঃ ফিরিয়া না আসি, হে ব্যাধ! তাহা হইলে সেই সমস্ত পাপ আমায় স্পর্শ করিবে।

মৃগীর এই সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণে ব্যাধের অন্তরে স্বকৃত পাপের জন্য ধিক্কার আসিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "আমি নিজ জীবন রক্ষার জন্য, এই হস্তে কত পশু হত্যা করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। অপর দিকে, এই পশু আমার জীবন রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় তাহার জীবন ত্যাগ করিতেছে। ধন্য তাহার জীবন! ধন্য তাহার হৃদয়ের মহত্ত্ব!"

এই প্রকার ভাব ব্যাধের মনে হওয়া সত্ত্বে ও, অনাহারে পিতামাতার মৃত্যু ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া সে বিনয় সহকারে মৃগীকে বলিল—

"গচ্ছ ত্বং পুনরাগমে"।

যাও! কিন্তু পুনরায় আসিও।

'সা মৃগী চ জলং পীত্বা হৃষ্টা সা চ স্বমাশ্রমম্"।

সে মৃগী জল পান করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ আশ্রমে চলিয়া গেল।

* * *

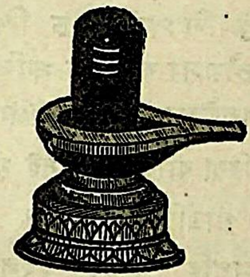

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবের তৃতীয় প্রহরের পূজা

মৃগ নিজ আশ্রমে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমার প্রথমা পত্নী তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া জলপান করিতে গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী ও গেল। এখনও তাহারা কেহই ফিরিল না। মনে মনে ইহা ভাবিয়া মৃগ, শিশুসন্তানগুলিকে প্রতিবেশীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পত্নীদ্বয়ের অন্বেষণে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। কোথাও তাহাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। অবশেষে মৃগ নিজেই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িল এবং জলপানার্থে জলাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইল। ব্যাধ তাহাকে অধিক হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া চিন্তা করিল—"দেখিতে পাইতেছি এই মৃগে বহু মাংস বিদ্যমান আছে। ইহাতে আমার পরিবার বর্গের উত্তম তৃপ্তি হইবে।

বাণমাকৃষ্য ভিল্লোহপি প্রযত্নং কৃতবান পুনঃ।
তদা চ জলযুক্তানি পত্রানি চ শিবোপরি ॥
তেনৈব চ তৃতীয়স্য যামস্য ঋষিসত্তমাঃ।
পূজা জাতা শিবস্যৈব কৃপালুত্বঞ্চ পশ্যতঃ ॥

বাণ আকর্ষণ করিয়া ব্যাধ যখন সেই মৃগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, তখন পাত্রস্থিত জল ও শাখাচ্যুত বিল্বপত্র শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহাতে পরম কৃপাময় শিবের তৃতীয় প্রহরের পূজা সমাপ্ত হইল।

মৃগ জল পান করিতেছে, এমন সময় ব্যাধের নড়াচড়ায় এবং ধনুতে বাণ যোজনা করিতে যে শব্দ হইয়াছিল তাহা শুনিয়া মৃগের দৃষ্টি ব্যাধের উপর পতিত লইল। সে দেখিল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণকায় একটি ব্যাধ তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন মৃগ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিল "যে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিতে স্বয়ং দেবতারা ও আকাঙ্ক্ষা করে, তুমি সে দেবদুর্ল্লভ মানবকুলে জন্মিয়াছ, তোমার কত সুকৃতি! অথচ তুমি আজ নিষ্ঠুরের মত আমায় হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ। ইহা কি তোমাতে শোভা পায়?

অন্তর্দ্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মারূপে পরমেশ্বর শ্রীহরি বিরাজ করেন।

যিনি জানেন যে শ্রীভগবান সর্ব্বভূতে বিরাজ করেন, তিনি কি কখন ও কাহাকেও হত্যা করিতে পারেন?

সর্ব্বভূতে ভগবানের অবস্থান, এই ধারণা একমাত্র মানবেই সম্ভব। কোন প্রসিদ্ধ টীকাকার মানব শব্দের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"মানবো বহিরন্তশ্চ সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব মাপয়তি
গ্রাহয়তীতি
মানং প্রত্যক্ দর্শনং তদেব সর্ব্বদা বাতি
ভজতীতি মানবো ব্রহ্মবিৎ যতিঃ।"

অর্থাৎ মানব অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

মৃগ বিস্মিত চিত্তে ব্যাধকে ধিক্কার দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল "এই ব্যক্তি যখন মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন তাহার হৃদয়ে হয়তঃ কোন মহৎভাবও থাকিতে পারে।"

মৃগ এবম্বিধ চিন্তার মধ্যে ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিল "হে-ব্যাধ! তুমি কেন আমায় বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমাকে হত্যা করিয়া তুমি কি কখন ও সুখী হইতে পারিবে?

"পরোপতাপনং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ন সুখং বিন্দতে প্রাণী পর পীড়াপরায়ণঃ॥
(বাল্মীকি রামায়ণ)

পরের প্রাণে সন্তাপ জন্মান উচিত নহে। যে ব্যক্তি পরকে পীড়া দেয় সে কখনও সুখী হইতে হইতে পারে না। হে ব্যাধ! তুমি কি কোন প্রকার হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? তুমি যদি প্রকৃতঃই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এই অন্যায় কার্য্য করিতে চাও তবে

তোমাকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা আমারই কর্ত্তব্য। নতুবা তোমার পাপ আমাকেই আশ্রয় করিবে।

অনাচাররতান্ দৃষ্ট্বা যঃ শক্তো ন নিবারয়েৎ
তৎ পাপার্দ্ধং অবাপ্নোতি যতোপেক্ষাপরায়ণঃ ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যাহারা অন্যায় কর্ম্ম করে, শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাহাদের নিবারণ করে না, বরং উপেক্ষা করিয়া যায় তাহা হইলে সেই পাপের অর্দ্ধেক তাহাকেও ভোগ করিতে হইবে।

হে ব্যাধ। আমার বিশ্বাস, উত্তম মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুমি কোনদিন বিশ্ব-নিয়ন্তা রুদ্রদেবকে ভজনা কর নাই। তাঁহাকে ভজনা করিলে তোমার এই প্রকার পাপে প্রবৃত্তি হইত না। এই রুদ্রদেব সম্বন্ধে উপনিষদে উল্লেখ আছে—

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পুর্ব্বং স ন
বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ)

যাহা হইতে সমস্ত দেবগণের উৎপত্তি, যিনি তাহাদিগের শক্তির একমাত্র কারণ, যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সকলেই কাজ করিতেছেন এবং যিনি সমস্ত বিশ্বের অধিপতি, যিনি সর্ব্বজ্ঞ রুদ্ররূপে পুর্ব্বে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের অন্তরে শুভ বুদ্ধি দিন।

কৃত্বাপি সুমহৎ পাপং রুদ্রমভ্যর্চ্চয়ন্তি যে।
মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ পদ্মপত্রমিবাম্বাসা॥

মহাপাপ করিয়াও যাহারা রুদ্রদেবকে ভজনা করে, তাহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পদ্মপত্রে জলের মত মুক্ত হইয়া যায়। তাহাদের অন্তর সত্ত্বগুণে পূর্ণ হয়। তখন পাপে আর প্রবৃত্তি হয় না।

এই রুদ্রকে ভজনা করিতে না পারিলেও যে ব্যক্তি শুধু "রুদ্র" "রুদ্র" উচ্চারণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, যথা—

"রুদ্র রুদ্রেতি ত্রিসন্ধ্যাং যশ্চ ব্রূয়াৎ বিচক্ষণঃ।
কীর্ত্তনাৎ নীল কণ্ঠস্য সর্ব্বপাপৈ প্রমূচ্যতে॥

যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা, জগতের অশেষ কল্যাণ কারক নীলকণ্ঠ রুদ্রদেবের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন।

এই সমস্ত মহামূল্যবান উপদেশ শ্রবণ করিয়াও ব্যাধ নীরব, নিশ্চল। অনুতাপানলে যেন তাহার সমস্ত শরীর দগ্ধ হইতেছে। ব্যাধকে অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়া মৃগ বলিল "হে ব্যাধ! তুমি কি কোন বিপদে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ? যদি আমার এই অনিত্য শরীর দ্বারা তোমার উপকার সাধিত হয়, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। বল তোমার অভিপ্রায় কি?"

মৃগের এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্যাধের প্রাণে ধিক্কার আসিল। "আমি যে কোনদিন কোন দেবতার অর্চ্চনা করি নাই এবং নামও কীর্ত্তন করি নাই। অথচ কত পশু হত্যা করিয়াছি। পরিবারবর্গ সকলে মিলিয়া আনন্দ ভরে তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছি এবং তাহাদের মৃত্যুর কথা একবারও ভাবি নাই।" এই ভাবে অনুতাপ করিতে করিতে ব্যাধের প্রাণে আবার বৃদ্ধ পিতামাতার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন সে প্রাণের চিন্তা-প্রবাহ প্রকাশ করিয়া বলিল—"গৃহে আমার পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই অনাহারে অবস্থান করিতেছেন, তোমার মাংসের দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিব, ইহাই আমার বাসনা।"

তচ্ছ্রুত্বা হরিণঃ সোঽপি হৃষ্টো বচনমাদদে।
"ধন্যোঽহং পুষ্টিমানদ্য যেন তৃপ্তির্ভবাদৃশাঃ ॥

আজ পরের উপকারের জন্য নিজের দেহ উৎসর্গ করিতে পারিবে, জানিতে পারিয়া মৃগ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। তখন সে সানন্দে বলিতে লাগিল, "হে ব্যাধ?" আমি যে এতদিন এই দেহকে পুষ্ট করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে। কেন না, আমার অনিত্য দেহ দ্বারা তোমাদের মত মহাত্মা ব্যাক্তির অশেষ তৃপ্তি হইবে। আজ আমার জীবন ধন্য। হে ব্যাধ আমার এই দেহ দান করিতেছি বলিয়া তুমি বিস্মিত হইও না।

"যস্যাঙ্গং নোপকারার্থং গতং বৈ পরমার্থতঃ।
তস্য সর্ব্বং ব্যর্থং বৈ নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥"

শ্রী ভগবান আমাদের এই যে দেহ দান করিয়াছেন, তাহা জগতের কল্যাণের জন্য এবং তাঁহার সেবায় ব্যয় করিবার জন্য। কেবল নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি আমাদের দেহ দান করেন নাই। এমন অবস্থায় যাহার দেহ পরোপকারের জন্য এবং ভগবৎ সেবার জন্য ব্যয়িত না হয় তাহার দেহ ধারণ বৃথা, তাহার সমস্ত কার্য্যই বৃথা। এই বিষয়ে চিন্তা বা বিচার করিবার কিছুই নাই।"

ব্যাধ বলিল হে পরহিত-ব্রত মৃগ! তবে তুমি প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে হত্যা করিয়া পরিবার বর্গের তৃপ্তি সাধন করি। তদুত্তরে মৃগ তাহার নিকট হইতে কিছু সময় ভিক্ষা করিয়া বলিল—

"পরন্তু বালকাংশ্চাহং সমর্প্য জননীং পূনঃ ;
আস্যাস্যপ্যথ তান্ সর্ব্বান হ্যাগমিষ্যাম্যহং ধ্রুবম্॥

"গৃহে আমার বালকেরা আছে। তাহাদিগকে তাহাদের জননীর নিকট সমর্পণ করিয়া এবং তাহাদের সকলকে আশ্বস্ত করিয়া (অর্থাৎ পরার্থে দেহ দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য, তজ্জন্য কোন শোক করিতে নাই, এইপ্রকার সান্ত্বনা পূর্ণ বাক্য বলিয়া) আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব।

পূর্ব্বোক্ত মৃগীদ্বয়ের মত এই মৃগেরও একই কথা, একই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্যাধ বলিল—

"যে যে সমাগতা হ্যত্র তে তে সর্ব্বে ত্বয়া তথা
কথিত্বা তু গতাস্তে বৈ নায়াস্ত্যত্যাপি বঞ্চিতঃ॥

হে মৃগ! তোমার পূর্ব্বে আরও দুইটি মৃগী আসিয়াছিল। তাহারাও তোমার মত কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখনও তাহারা ফিরিয়া আসে নাই। আমি বেশ বুঝিতেছি আমি তাহাদের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি। ব্যাধ তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল—

"ত্বঞ্চাপি সঙ্কটে ত্যুক্ত্বা ব্যলিকঞ্চ গমিষ্যসি
মটৈমব জীবনঞ্চাত্ত ভবিষ্যতি কথং মৃগ ॥

.হে মৃগ! বুঝিতেছি, "তুমি পর দুঃখ-কাতর। গৃহে আমার পিতামাতা স্ত্রীপুত্র সকলেই উপবাসী। তাঁহারা যদি আজ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইহার চেয়ে বিপদ আমার আর কি হইতে পারে? এই অবস্থায় তুমি যদি নিজের জীবন রক্ষার্থে মিথ্যা বাক্য বলিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে শুধু আমার পরিবারবর্গের জীবন নহে, আমারও কি অবস্থা হইবে বুঝিতে পার। তাহাদের মৃত্যু দেখিয়া আমি কি করিয়া বাঁচিব?

ব্যাধকে এমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত দেখিয়া মৃগ অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত প্রীত হইল। ভাবিল, এই প্রকার পুত্রই যে পিতামাতার গৌরবের বস্তু। এমন পুত্র যদি ভগবৎ কৃপা লাভ না করে, তবে এই সংসারে আর কে আছে যে ভগবৎ কৃপা লাভ করিবে?

এই সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন—

"দেব গন্ধর্ব্ব-গোলোকান ব্রহ্মলোকান্ তথাপরান্
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতৃপিতৃ পরায়ণাঃ॥

(বাল্মীকি রামায়ণ)

মাতাপিতার প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত, তাহারা দেব, গন্ধর্ব্ব, গোলোক, ব্রহ্মলোক এবং অপরাপর সমস্ত লোক সকল অনায়াসে গমন করিতে পারে।

মৃগ যে কখনও মিথ্যা কথা বলেনা এই বিশ্বাস ব্যাধের মনে জন্মাইবার জন্য, মৃগ কাতর হইয়া বলিল—

"শৃনু ব্যাধ প্রবক্ষ্যামি নানৃতং বিদ্যতে ময়ি।

হে ব্যাধ! আমি বলিতেছি, তুমি শোন, আমি বিন্দুমাত্র মিথ্যা কহি নাই। আমি জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই।

""সত্যেন সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং তিষ্ঠতি তু চরাচরম্।
সত্যবাণী ব্যলীকা হি তৎপুণ্যং জ্বলিতং তদা।
তথাপি মন্যতে নৈব প্রতিজ্ঞাং মম ভিল্লক।"

এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একমাত্র সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত! যেদিন সত্য বিলুপ্ত হবে, সত্য কথা বলিতে জগতে যেইদিন একটী লোকও থাকিবেনা, সেইদিন এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে। যাহার বাক্য মিথ্যা হয় তাহার সমস্ত সুকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। হে ভিল্লক! তুমি জানিয়া রাখিও, আমার প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না। কাহাকেও বাক্যদান করিয়া তাহা আমি কখনও ভঙ্গ করিনা। এই সমস্ত কথা বলা সত্ত্বেও ব্যাধের মনে মৃগের বাক্যে সন্দেহ রহিয়াছে অর্থাৎ বিপদকালে মিথ্যা বলিয়া মৃগ চলিয়া যাইতেছে এবং পুনঃ

ফিরিয়া আসিবে না, ব্যাধের এই মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃগ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক পুনঃ বলিল—

সন্ধ্যায়াং মৈথুনে চৈব শিবরাত্রি ভোজনে কৃতে।
কুট সাক্ষ্যে ন্যাসহারে সন্ধ্যাহীনে দ্বিজোঽথবা।
শিবহীনং মুখং যস্য নোপকুর্য্যাং ক্ষমোঽপিসন্।
শিবভক্তি সমাযুক্তো বিষ্ণুনিন্দাং করোতীহ॥
দিবা মৈথুনকারী চ তস্যৈব পাতকঞ্চ যৎ।
পর্ব্বনি চ কলাদৌ চ ব্রতস্যৈব দিনে তথা
অভক্ষ্যকারকে যচ্চ তৎপাপং শিরসি মম।
যদ্যহং নাগমে ত্বত্র বঞ্চয়িত্বা চ ত্বাং পুনঃ॥

১। সন্ধ্যায়াং মৈথুনে চৈব—সন্ধ্যাকালে স্ত্রী সহবাস করিলে যে পাপ হয়—

২। শিবরাত্রি ভোজনে কৃতে—শিবরাত্রি তিথিতে ভোজন করিলে যে পাপ হয়—

শিবরাত্রি অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় রাত্রি।

'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
(গীতা, ২।৬৯)

অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন বিষয়াসক্ত জীব দিনের বেলায় বৈষয়িক কর্ম্মাদি করিয়া রাত্রিকালে গাঢ় নিদ্রাভিভূত থাকে। ভগবৎ চিন্তায় আর মনোনিবেশ করেনা। কিন্তু রাত্রিবেলায় যখন দিনের কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া শান্তভাব ধারণ করে, তখন বিষয়-বিমুখ সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ ভগবৎ ধ্যানে ও ভগবৎ

চিন্তায় যুক্ত হন্। এই পরম মঙ্গলময় শিবরাত্রিতে ভগবৎ উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়—তাহা অক্ষয় ফল দান করে। অন্যান্য রাত্রির অপেক্ষা এই রাত্রির প্রভাব অত্যন্ত অধিক। আহারের দ্বারা সত্ত্বগুণ হ্রাস হয় এবং তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তমোগুণ আশ্রয় করিলে ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায় না। তাই উপবাসের বিধি—

ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ।

শিব নিজমুখে বলিয়াছেন, তীর্থজলে স্নান, বস্ত্র, ধূপ, পুষ্পদান ও অর্চ্চনা দ্বারা আমি যত সন্তুষ্ট হই না, একমাত্র উপবাসের দ্বারা ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। ভগবৎ সমীপে অর্থাৎ ভগবৎ চিন্তায় সময় অতিবাহিত করাটাই প্রকৃত উপবাস। সুতরাং ভগবৎ চিন্তা করিতে হইলে উপবাসের প্রয়োজনীয়তা আসে।

(৩) কুট সাক্ষ্যে—মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যে পাপ হয়—

কুট সাক্ষ্যং বদেৎ যস্তু তস্য পাপফলং শৃনু।
স যাতি যাতনাঃ সর্ব্বা যাবাদিন্দ্রা চতুর্দ্দশঃ॥
ইহ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বিনশ্যন্তি পরত্র চ
রৌরবং নরকং যাতি যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র বর্ত্তমান থাকেন, ততদিন সর্ব্ববিধ যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে,

ইহকালে তাহার পুত্র পৌত্র সব বিনষ্ট হয় এবং পরকালে সে রৌরব নামক নরকে পতিত হয়।

(৪) "ন্যাসহারে"—পরের ধন অপহরণ করিলে যে পাপ হয়। সর্ব্বংসহা ধরিত্রী সব সহ্য করেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ভার সহ্য করিতে পারেন না।

(৫) "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"—প্রত্যেকের অহরহ সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য।

"ত্র্যহং সন্ধ্যাবিরহিতো দ্বাদশাহন্ নিরগ্নিকঃ।
চতুর্ব্বেদধরো বিপ্রঃ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ॥

যে ব্রাহ্মণ তিনদিন ধরিয়া সন্ধ্যা না করেন এবং দ্বাদশদিন ধরিয়া বিষ্ণু প্রীতার্থে যজ্ঞ না করেন, তিনি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেও শূদ্র পদবাচ্য, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৬) "শিবহীনং মুখং যস্য"—যে ব্যক্তি মঙ্গলময় শিব নাম উচ্চারণ করে না, তাহার যে পাপ হয়—

"শিবেতি মঙ্গলং নাম" মুখে নিত্য যে শিব নাম উচ্চারণ করে না তাহার যে পাপ হয়—

"শিবেতি মঙ্গলং নাম মূখে যস্য নিরন্তরম্"
তস্যৈব দর্শনাদন্যে পবিত্রাঃ সন্তি নিত্যশঃ॥

যাহার মুখে নিত্য শিব নাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে দর্শন করিলেও অন্য লোক পবিত্র হইয়া থাকে।

মনসাপি শিবং দেবং যে প্রপদ্যন্তে মানবাঃ।
বিধূতা সর্ব্বপাপেভ্যো দেবৈঃ সহ রমন্তি তে॥

(সনৎকুমার সংহিতা)

মনে মনেও যে ব্যক্তি পরমেশ্বর শিবের শরণাপন্ন হয়, তাহার সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া যায় এবং সে দেবতাগণের সঙ্গে বিচরণ করে।

শিবকে জনিতে পারিলে জীব পরম শান্তি লাভ করে। এই সম্বন্ধে শ্রুতি দেবী বলিয়াছেন—

"সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যেকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তং এতি ॥"
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ)

এই অবিদ্যারূপ গহন মধ্যে যিনি সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, এক হইয়াও যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি বহুরূপ ধারণ করেন এবং সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া আছেন, সেই পরম মঙ্গলময় শিবকে জানিতে পারিলে পরম শান্তি লাভ হয়।

(৭) "নোপকুর্য্যাৎক্ষমোঽপি সন্"—ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পরের উপকার করে না, তাহার যে পাপ হয়।

"যো বৈ সামর্থ্য যুক্তোঽপি নোপকারং
করোতিচ।
তৎসামর্থ্যং ভবেদ্ব্যর্থং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পরোপকার করে

না, তাহার সেই সমস্ত শক্তি সামর্থ্য বৃথা। পর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভগবান। "উপ" শব্দের অর্থ "সমীপ" এবং "কার" শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। বিষয়াসক্ত জীবকে বিষয়ের মোহ ছাড়াইয়া ভগবানের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রকৃত "পরোপকার।"

(৮) শিবভক্তি সমাযুক্তো বিষ্ণু নিন্দাং করোতীহ—

শিবের প্রতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া যাহারা বিষ্ণু নিন্দা করে তাহার যে পাপ হয়—

এই সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শিবের মুখ-নিঃসৃত বাণী—

"মম ধ্যেয়ং ভবাংশ্চৈব ভব ধ্যেয়মহং পুনঃ।
আবয়োরন্তরং নৈব হ্যনুমাত্রং বিচারতঃ ॥
মদ্ভক্তো যো নরো ভূত্বা তব নিন্দাং করিষ্যতি।
নরকে পাতয়িষ্যামি তদ্দোষাৎ পুরুষোত্তম ॥

(জ্ঞান সংহিতা)

হে পুরুষোত্তম। আমি আপনাকে ধ্যান করিব এবং আপনি আমাকে ধ্যান করিবেন। আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। আমার ভক্ত হইয়া যে ব্যক্তি আপনার নিন্দা কারবে, সেই পাপে আমি তাহাকে নরকে পতিত করিব।

(৯) দিবা মৈথুনকারীচ···দিনে যথা

পর্ব্বকালে, অশুচি থাকা কালে বা ব্রতদিনে সহবাসে যে পাপ হয়—

(১০) "অভক্ষ্য কারকে ষচ্চ"—শাস্ত্র নিষিদ্ধ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে যে পাপ হয়—

"অভোজ্য-ভোজী সম্প্রাপ্য পিত্তপানং সমাযুতম্।
চণ্ডাল বংশ সঞ্জাতৌ গোমাংসাশী ভবেদ্ সদা।
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যে ব্যক্তি শাস্ত্র নিষিদ্ধ অখাদ্য ভক্ষণ করে, সে অযুং বৎসর ধরিয়া "পিত্তপান" নামক নরকে গমন করিয়া থাকে, অনন্তর চণ্ডাল বংশে জন্ম লইয়া সে সর্ব্বদা গো মাংস ভক্ষণ করে।

হে ব্যাধ! যদি আমি পুনরায় ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে আমি যে সমস্ত পাপের কথা বলিলাম, সেই সমস্ত পাপে আমি লিপ্ত হইব।

মৃগের এই প্রকার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণে ব্যাধ স্বকৃত পাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। "হায়! হায়! দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এ কি করিলাম? আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য যেন সাক্ষাৎ গুরুরূপে এই মৃগসকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবে অনুতাপ করিয়া ব্যাধ বলিল হে মৃগ! তোমার মত এই রকম উপদেশ আর ও দুইটী মৃগী দিয়া গিয়াছে। আমার মনে হইতেছে—

"মদ্দেহ পাবনার্থঞ্চ ভবন্তঃ সুসমাগতাঃ।

আমার দেহকে পবিত্র করিবার জন্যই তোমরা সকলেই আসিয়াছ। না জনিয়া তোমাকে যে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

ব্যাধকে আজ সত্বগুণ-পূর্ণ, অথচ পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য-

বিমুখ দেখিয়া মৃগ মনে মনে মনে চিন্তা করিল "সুযোগ পাইয়াও এই অনিত্য দেহ পরহিতার্থে দান করিতে পারিলাম না, আর এই ব্যক্তি এমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত হইয়াও আমার কথায় মোহিত হইয়া পিতামার সেবার ত্রুটী করিতেছে। এই চিন্তা করিয়া মৃগ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—হে ব্যাধ তুমি না বলিয়াছিলে ?

কুটুম্বং ক্ষুধিতং মেহদ্য হত্বা ত্বাং ভর্পয়াম্যহম্ ॥"

তোমার পিতামাতা ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ ত্যাগ করুক, আর তুমি এই খানে বসিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন কর। এই তোমার পিতৃমাতৃ ভক্তি ? যে পুত্র পিতা মাতার সেবা করিতে পারে না, সে আবার অপরের সেবা করিবে ? পিতামাতাই সাক্ষাৎ দেবতা। শ্রী ভগবান সাক্ষাৎ পিতামাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়া সন্তানের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

নাস্তি পিতৃসমো দেবো নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি পিতৃসমঃ কশ্চিৎ আজন্ম হিতচিন্তকঃ॥

যে পুত্র পিতামাতার অভাব মোচনে চেষ্টা করেনা বরং উদাসীন ভাবে থাকে তাদৃশ পুত্রের জীবনে ধিক।

ইতি বচস্তদা শ্রুত্বা গচ্ছ শীঘ্রং সমাব্রজ।
ব্যাধেনৈব সমুক্তস্তু জলং পীত্বা গতো মৃগঃ॥

মৃগের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাধ বলিল "হে মৃগ। শীঘ্র যাও, আবার আসিও।" মৃগী সন্তুষ্ট চিত্তে জলপান করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

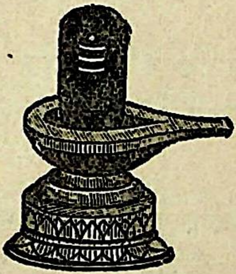

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ মৃগগণের দৃঢ়পণ।

"তে সর্ব্বে মিলিতাস্তত্র হ্যাশ্রমে ঋষিসত্তমাঃ।
"বৃত্তান্তশ্চৈব তৎসর্ব্বং শ্রুতশ্চৈব পরস্পরম্।
"গন্তব্যং নিশ্চয়েনৈব সত্যপাশেন যন্ত্রিতাঃ॥

মৃগ ও মৃগীদ্বয় সকলে আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল এবং ব্যাধের নিকট প্রতিশ্রুতির কথা পরস্পর পরস্পরকে নিবেদন করিল। তাহাতে তাহারা বুঝিতে পারিল সকলে একই ব্যাধের নিকট প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হইয়াছে। তখন সকলে স্থির করিল "যখন আমরা সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, তখন সত্যরক্ষার্থে নিশ্চয়ই আমাদিগকে যাইতে হইবে।

"অসত্যাদ্ভীতিরধিকা নরকাৎ মহতামপি"
(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

মহাপুরুষেরা নরক হইতে ও অসত্যকে অধিক ভয় করিয়া থাকেন।

বালকদিগকে আশ্বস্ত করিয়া যখন মৃগসকল প্রতিশ্রুতি পুরণার্থে যাইতে উদ্যত হইল, তখন জ্যেষ্ঠা মৃগী স্বামীকে বলিল—

"অনাথা বালকাহ্যত্র কথং স্থাস্যন্তি বৈম্বগ।
প্রথমঞ্চ ময়াতত্র প্রতিজ্ঞাচ কৃতা প্রভো।
তস্মাম্ময়া চ গন্তব্যং ভবদ্ভ্যাং স্থীয়তান্তীহ॥"

হে প্রভো! আমরা যদি সকলেই চলিয়া যাই, তাহা হইলে এই অনাথ বালকদিগের অবস্থা কি হইবে? আমি যখন ব্যাধের নিকট পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করি। আপনারা এইখানে থাকুন।

কনিষ্ঠা মৃগী জ্যেষ্ঠার এই প্রকার আত্মত্যাগের ভাব দেখিতে পাইয়া অনুনয় করিয়া বলিল—

অহঞ্চ সেবকী বাঞ্চ গচ্ছামি স্থিয়তাং ত্বয়া।

আমি তোমাদের দাসী, সুতরাং আমিই যাই। দিদি! তুমি এই খানেই থাক।

"মৃগোঽপি বচনং শ্রুত্বা গম্যতে চ ময়া পুনঃ"।

মৃগ তাহাদের উভয়ের এই মহান ভাব দেখিয়া বলিল "তোমরা সকলেই আমার আশ্রিত। সুতরাং আমার জীবন থাকিতে তোমাদিগকে যাইতে দিতে পারি না। আমিই সর্ব্বাগ্রে গমন করিব।"

"ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বৈধব্যং জীবিতং হি ধিক্"

মৃগের এই প্রকার আত্মোৎসর্গের ভাব দেখিতে পাইয়া তাহার দুই স্ত্রীই কাঁদিয়া উঠিল এবং বক্ষে করাঘাত করিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল।

"বৈধব্যং জীবিতং হি ধিক্"!

আমাদের স্বামী আমাদের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিবেন, আর আমরা এইখানে বৈধব্য জীবন যাপন করিব? এমন বৈধব্য জীবনকেও ধিক্।"

তখন মৃগ ও মৃগীদ্বয় সকলেই এক সঙ্গে ব্যাধের নিকট আত্মোৎসর্গের জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়া তাহাদের শিশুদিগকে আশ্বস্থ করিতে লাগিল—

"হে বৎসগণ। আমরা পরোপকারার্থে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য গমন করিতেছি। আমাদের জন্য শোক করিও না। এই সংসারে আমরা জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমরা যদি তাহা না করি তাহা হইলে আমাদের দেহ ধারণ বৃথা। হে বৎসগণ। আমরা গমন করি, তোমরা আমাদের এই প্রতিবেশীদের নিকট অবস্থান কর। তাহাদিগকে সাক্ষাৎ পিতৃমাতৃ স্থানে ভজনা করিও।

"বালানাশ্বাস্য তাংস্তত্র সমর্প্য সহবাসিনঃ।
"গতাস্তে সর্ব্ব এবাত্র যত্রাস্তে ব্যাধসত্তমঃ॥

বালকদিগকে এই ভাবে আশ্বস্ত করিয়া এবং তাহাদিগকে

প্রতিবেশীদের নিকট রাখিয়া, তাহারা সকলেই, ব্যাধ যেইখানে ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানে চলিয়া গেল।

বালকেরা ভাবিল "যাহাদের পিতা মাতা এই ভাবে পরার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহাদের সন্তান হইয়া আমরা এইখানে পরের আশ্রয়ে পড়িয়া থাকিব? অসহায়ের মত লালিত পালিত হইব? ধিক্ আমাদের জীবনে।

"বালা অপিচ তে সর্ব্বে পিত্রোরন্বনু সমাগতাঃ।
এতেষাং যা গতিঃ স্যাদ্বৈ হ্যস্মাকং সা ভবেৎ সদা।

আমাদের পিতামাতার যাহা গতি হইবে, আমাদেরও সেই গতি হইবে। এই ভাবিয়া বালকেরাও পিতামাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

পূর্বকালে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা তাঁহাদের বংশধরগণকে দান করিয়া গিয়াছেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহামন্ত্র। ধর্ম্মের জন্য কি ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়—তাহাই তাঁহারা শিখাইয়াছিলেন। ইহাই ছিল বংশধরগণের মহা অমূল্য সম্পদ।

আর এখন আমরা আমাদের বংশধরগণকে দান করিয়া যাইতেছি অধর্ম্ম, অসত্য, নীচতা, স্বার্থপরতা ও ভোগবিলাসের অজস্র কু-দৃষ্টান্ত।

❀ ❀ ❀

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবের চতুর্থপ্রহরের পূজা।

"তান্ দৃষ্টা হর্ষিতো ব্যাধো ধনুষি চাদধে শরম্।
পুনশ্চ জলপত্রানি পতিতানি শিবোপরি॥
তেন জাতা চতুর্থস্য পূজা যামস্য বৈ শুভা।
তস্য পাপং তদা সর্ব্বং ভস্মস্মাদভবৎ ক্ষণাৎ॥"

সেই মৃগ, মৃগী এবং তাহাদের সন্তানগুলিকে নিজের জীবন দান করিবার জন্য প্রফুল্লচিত্তে আসিতে দেখিয়া ব্যাধ ধনুতে শর যোজনা করিল। তাহাতে পূর্ব্বের মত জল এবং বিল্বপত্র শিবের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহাতেই শিবের চতুর্থ প্রহরের পূজা সমাপ্ত হইল। ইহাতে তাহার পূর্ব্ব জন্ম-জন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া গেল।

মৃগ এবং মৃগ শিশুগুলি সকলেই সমস্বরে ব্যাধকে অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল—

"অস্মাকং সার্থকং দেহং কুরুস্ব মাংসভক্ষণাৎ ॥"

হে ব্যাধ! আমাদের দেহের এই যে সুললিত মাংস তুমি দেখিতে পাইতেছ তাহাই ভক্ষণ করিয়া আমাদের দেহ ধারণকে সার্থক কর। আমাদের এই মাংসের দ্বারা তোমাদের সকলের অশেষ তৃপ্তি হইবে।

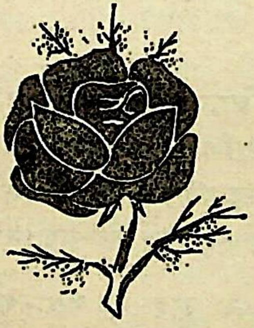

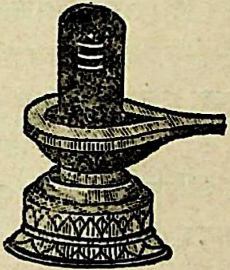

(ক)

মৃগদের আত্মত্যাগ দর্শনে ব্যাধের অনুশোচনা।

"ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্যাধো বিস্ময়মাগতঃ।
শিবপূজা প্রভাবেন জ্ঞানং তস্য সমাগতম্॥

ব্যাধ জীবনে কখনও এইরূপ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ দেখে নাই। কেহ যে স্বেচ্ছায় পরোপকারার্থে এই ভাবে দেহ দান করিতে পারে, ইহাও ব্যাধের ধারণায় কোন দিন আসে নাই। কিন্তু—

অস্মাকং সার্থকং দেহং কুরুস্ব মাংসভক্ষণাৎ"

এই প্রকার বাক্য মৃগগুলির মুখে শ্রবণ করিয়া ব্যাধ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। শিবপূজার প্রভাবে তাহার দিব্য জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে স্বকৃত পাপের জন্য মনে মনে অনুশোচনা করিতে লাগিল—

"ধন্যা ব্রতে মৃগাশ্চৈব জ্ঞানহীনা সুসম্ভবাঃ
স্বীয়েনৈব শরীরেন পরোপকরণে রতাঃ॥

"মানুষ্যং জন্ম সম্প্রাপ্য সাধিতং কিং ময়াধুনা
পরকায়ঞ্চ সম্পীড্য শরীরং পোষিতং ময়া।
কুটুম্বং পোষিতং মেহত্ত পূর্ব্বঞ্চ বহুপীড়িতম্।
কৃত্বা চ পোষিতং সর্ব্বং কা গতিশ্চ ভবিষ্যতি।"
কাং কাং গতিং গমিষ্যামি পাতকং জন্মনঃ কৃতম্।
ইদানীং চিন্তয়াম্যেব ধিক্কারো জীবনে মম।"

শুধু আমি নই, সাধু সজ্জনেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হইবেন যে এই জ্ঞানহীন মৃগদিগের জীবনই ধন্য। নিজের শরীর দান করিয়া পরের উপকার করিতে ইহারা রত। অথচ আমি এই দুর্ল্লভ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কি করিলাম? আজীবন পরকে হত্যা করিয়া তাহাদের দেহ দ্বারা নিজের এবং পরিবারবর্গের শরীর পুষ্ট করিয়াছি। এই দারুণ পাপের ফলে কোন্ কোন্ লোকে আমার কি গতি হইবে তাহা আমি ধারণাও করিতে পারিতেছিনা। এই চিন্তা করিতে করিতে স্বকৃত পাপের জন্য ব্যাধ নিজের কলুষিত জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

কায়মনোবাক্যে অপরকে পীড়া দান করিলে জীবের যে কি প্রকার গতি হয় ভগবান মনু এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈ র্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিযোনিত্বং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥

শারীরিক পাপের দ্বারা বৃক্ষাদি স্থাবরযোনি, বাচনিক পাপের দ্বারা পক্ষিযোনি, এবং মানসিক পাপের দ্বারা অন্ত্যজ যোনি লাভ হয়।'

ইতি জ্ঞানং সমাপন্নো বাণং সংবারয়ং স্তদা”
গম্যতাঞ্চ মৃগ শ্রেষ্ঠা ধন্যাঃ স্থ ইতি চাব্রবীৎ ॥

এই প্রকার দিব্য জ্ঞান যখন ব্যাধের উপস্থিত হইল, তখন সে হস্তস্থিত ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিল এবং মৃগগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

“হে মৃগশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের জীবন ধন্য! তোমরা নিজ আশ্রমে চলিয়া যাও। আমি তোমাদিগকে হত্যা করিতে পারিব না।”

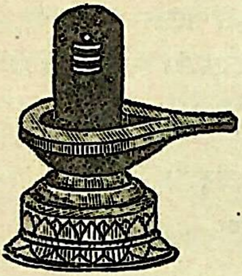

সপ্তম অধ্যায়।

(ক)

ব্যাধকে বর দান করিবার জন্য শিবের আবির্ভাব।

ইত্যুক্তে চ তদা তেন প্রসন্ন, শঙ্করস্তদা।
পূজিতশ্চ স্বরূপং হি দর্শয়ামাস সম্মতম্॥
পঞ্চবক্ত্রাদিকঃ যচ্চ মুনির্ভিধ্যায়তে সদা॥
তদ্রূপং কৃপয়া দেবঃ করুণামৃত সাগরঃ॥

জ্ঞানই শিবের প্রকৃত পূজা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:
"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে॥"

(গীতা, (৪।৩৮)

জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র জিনিষ জগতে কিছুই নাই। এই জ্ঞানরূপ পুষ্পের দ্বারা শিবের প্রকৃত পূজা হয়। দেবী ভগবতী ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া "দেবী গীতায়" পিতা হিমালয়-রাজকে বলিয়াছেন—

"সাধনে সফলেঽপ্যেবং জায়মানেঽপি যো নরঃ।
জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥"
তস্মাৎ রাজন যথা শক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ।
পদে পদে অশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
জ্ঞানং লব্ধা কৃতার্থঃ স্যাদিতি বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ।"

হে পিতঃ! যে সমস্ত সাধনরহস্য বিষয় তোমায় বলিলাম, সেই সমস্ত সাধন লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি জ্ঞান-লাভের জন্য যত্ন করেনা তাহার জন্ম নিরর্থক। অতএব হে রাজন্! যথাশক্তি জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। এই জ্ঞান দ্বারা পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—"জ্ঞান লাভ করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়।"

ভগবতী নিত্য কোথায় বিরাজ করেন, এই সম্বন্ধে আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—

নাহং তীর্থে ন কৈলাসে বৈকুণ্ঠে বা ন কর্হিচিৎ।
বসামি কিন্তু মদ-জ্ঞানি হৃদয়াম্ভোজ-মধ্যমে ॥

তীর্থে, কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠে আমি বাস করি না। কিন্তু আমি জ্ঞানীগণের হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি।

"ধন্যা এতে মৃগাশ্চৈব জ্ঞানহীনাঃ সুসম্মতাঃ।
স্বীয়ৈনৈব শরীরেন পরোপকরণে রতাঃ ॥
মনুষ্যং জন্ম সম্প্রাপ্য সাধিতং কিং ময়াধুনা ॥

ইত্যাদি, যে জ্ঞান ব্যাধের উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে

সর্ব্বজীবের যিনি সুখ, শান্তি বিধান করিয়া থাকেন সেই সুখ-শান্তি-বিধাতা "শঙ্কর" তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং ব্যাধের অজ্ঞাতসারে পূজিত হইয়া মুনিগণের ধ্যানগম্য পঞ্চানন-শিবরূপে ব্যাধের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

পঞ্চমূর্ত্তির সম্মিলনে শিব পঞ্চানন হইয়াছেন। এক মূর্ত্তিতে সৃষ্টি, এক মূর্ত্তিতে স্থিতি, এবং আর এক মূর্ত্তিতে তিনি প্রলয় করিয়া থাকেন। তিনি একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

অপর দুই মূর্ত্তির মধ্যে, এক মূর্ত্তিতে ভোগ ও অন্য মূর্ত্তিতে মোক্ষ প্রদান করেন। সাধকের ঐশ্বর্য্যে যতক্ষণ বাসনা থাকে ততক্ষণ তিনি তাহাকে ঐশ্বর্য্যই দান করিয়া থাকেন। আবার যখন ঐশ্বর্য্য ভোগে অতৃপ্তি আসিয়া পড়ে, তিনি সাধককে মোক্ষ দান করিয়া থাকেন!

অনেক জন্ম পূণ্যৈস্তু মোক্ষেচ্ছাজায়তে ভভঃ।

(দেবীগীতা)

বহু জন্মের পুণ্য বা সুকৃতির ফলে জীবের মোক্ষ লাভের বাসনা জাগে।

পরম কারুণিক সদাশিবকে দর্শন করিয়া ব্যাধের অন্তরে দিব্য জ্ঞান জন্মিল। সে বুঝিল—শিবই ভক্তগণের অভয়দাতা। সর্ব্বজীবের পরিত্রাণকর্ত্তা স্বয়ং শিব।

শিবকে জ্ঞাত হইলে জীব যে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এই সম্বন্ধে "শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ঘোষণা করেন—

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাং শ্ছিনত্তি ॥

শিবই সৃষ্টিকালে এই ভূবনের পালক, বিশ্বের অধিপতি, সর্ব্বভূতে গুঢ় ভাবে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহাতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ সকলেই অবস্থান করেন। এই ভাবে যিনি শিবকে জানিতে পারেন তিনি মৃত্যুমুক্ত হন।

"দর্শয়িত্বা বরংব্রূহি প্রসন্নোঽস্মি বনেচর।

মুনিগণের ধ্যানগম্য রূপ দর্শন করাইয়া শিব ব্যাধকে বলিলেন, "হে বনেচর! তোমার প্রতি আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।"

অতঃপর ব্যাধ মনে মনে ভাবিল যাহাকে পওয়ার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতারা নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করেন, এমন শিবকে, নীচ-কুলোদ্ভব আমি, কেমন করিয়া পাইলাম? ব্যাধ বুঝিতে পারিল—শিব ব্যতীত তাহার প্রাপ্তব্য আর কিছুই নেই। তখন শিবের পদতলে পতিত হইয়া ব্যাধ বলিল, "হে প্রভো! "সর্ব্বং প্রাপ্তংময়া ময়াধুনা" আপনাকে যখন পাইয়াছি-আমার সব পাওয়া হইয়াছে। শিবকে লাভ করিয়া ব্যাধের একান্ত ইচ্ছা হইল তাঁহার একটী স্তব কীর্ত্তন করিবে। কিন্তু ব্যাধ যে অজ্ঞ কিছুই জানে না। তাই আকুল স্বরে ব্যাধ বলিল—

"স্তোত্রং ন জানে দেবেশ কিং করোমি বদস্বমে"

হে দেবেশ! আমি তোমার স্তব জানি না। আমি কি করিব—আমায় বলিয়া দাও!

ব্যাধের এই প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি এবং মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব বলিলেন—"হে বৎস! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই আমার সন্তান। আমাকে সকলেই আরাধনা করিতে পারে। আচণ্ডালকে আমি আশ্রয় দেই। তাহাদের সকল অভীষ্ট আমি প্রদান করি।"

"শিবরাত্রি ব্রতংনাম সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
আচণ্ডাল মনুষ্যানাং ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্"॥

হে বৎস! দেখ! তুমি এই বিল্ব বৃক্ষতলস্থিত শিবোপরি কত রাশি রাশি সজল বিল্বপত্র দিয়া আমার অর্চ্চনা করিয়াছ। তাহাতে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। কত অবস্থাপন্ন ধনী ব্যক্তিরা আমাকে কত বহু মূল্য উপহারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অপরদিকে তুমি সামান্য বিল্বপত্র ও জল দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়াছ। বিল্বপত্র দ্বারা আমার কত প্রীতি হয় শুন—

"মনি মুক্তা প্রবালৈশ্চ স্বর্ণ পুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতি বিল্বপত্রে র্যথামম।

মনি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ এবং পুষ্পাদি দ্বারা আমার যত প্রীতি হয় না, এক মাত্র বিল্বপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিলে আমার ততোধিক প্রীতি হইয়া থাকে।

আজ শিবরাত্রি ব্রত তিথি! তুমি, তোমার পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, সকলেই উপবাসে আছ। তাহাতে আমার অত্যন্ত তৃপ্তি হইয়াছে! তোমাদের ও কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে। আমারই কৃপায় আজ তোমরা সকলেই উপবাসী রহিয়াছ। একমাত্র উপবাসে আমি কি প্রকার তুষ্ট হই শুন—

ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধ্যানেন ন চার্চ্চয়া।
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈ যথা তত্রোপবাসতঃ॥

স্নান, বস্ত্র, ধ্যান, অর্চ্চনা ও পুষ্প দ্বারা যত তুষ্ট না হই, একমাত্র উপবাস দ্বারা ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।

হে বৎস! তোমার কত সৌভাগ্য! তুমি আজ এই লিঙ্গ মূলে আমার অর্চ্চনা করিয়াছ। মূর্ত্তি পূজা হইতে ও লিঙ্গ পূজা অধিক ফলদায়ক—

"যোঽর্চ্চায়ামর্চ্চয়েন্মাং হি পুর্ণং বর্ষশতং নরঃ।
একঞ্চ দিবসং লিঙ্গং সমমেতন্ন সংশয়ঃ॥

একশত বৎসর ধরিয়া প্রতিমাতে যে আমার অর্চ্চনা করে, আর একদিন মাত্র লিঙ্গ মূলে যে আমার অর্চ্চনা করে উভয়েই সমফল পায়।

ব্রহ্মলোকং বিষ্ণুলোকং গোলকং মামকং তথা।
অব্যাহতাশ্চরেন্ত্যেব লিঙ্গার্চ্চনা রতা নরাঃ॥

যাহারা লিঙ্গার্চ্চনা-পরায়ণ, তাহারা ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, গোলোক, শিবলোক প্রভৃতি স্থানে অব্যাহত ভাবে বিচরণ করিতে পারে।

শিব স্বয়ং স্বয়ম্ভু। তাঁহার পিতা নাই। মাতা নাই। তিনি সর্ব্ব কারণ-কারণ! বস্তুতঃ তিনি অলিঙ্গ। অর্থাৎ সর্ব্ব উপাধি বিবর্জ্জিত। এই সম্বন্ধে শ্রুতি দেবী বলেন।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন বেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ ।
স কারণং কারণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ)

ত্রিজগতে ও শিবের পতি কেহ নাই। তাঁহার নিয়ন্তা ও কেহ নাই। তাঁহার লিঙ্গ নাই। তিনি সর্ব্ব উপাধি বর্জ্জিত। তিনি সর্ব্ব কারণের ও কারণ। তাঁহার জনক ও নাই। কোন অধিপতি ও নাই। তিনিই সকলেরই অধিপতি।

এই শিব অলিঙ্গ হইয়াও সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য লিঙ্গ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার লিঙ্গ বা চিহ্ন স্বরূপ।

"লিঙ্গতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্।"

যাঁহার দ্বারা পরমবস্তুকে লাভ করা যায়, তাঁহারই নাম লিঙ্গ। তাই শিব বলেন—

লোকং লিঙ্গাত্মকং জ্ঞাত্বা লিঙ্গে যোঽর্চ্চয়তি মাম্"
ন মে তস্মাৎ প্রিয়তরঃ প্রিয়ো বা বিদ্যতে ততঃ ।
(সনৎকুমার সংহিতা।)

এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে সবই লিঙ্গ ময়। অর্থাৎ "আমি" ময়। ইহা জানিয়া যাহারা এই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকে "আমি" (অর্থাৎ শিব) জ্ঞানে অর্চ্চনা করে, তাহা হইতে প্রিয়তর আমার কেহ নাই। এমন কি প্রিয়ও আর কেহ নাই। তিনি আর ও বলিলেন—

হে বৎস! এই লিঙ্গমূলে জল ও বিল্বপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছ বলিয়া আমি যতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি, পিতামাতার প্রতি তোমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি আছে বলিয়া আমি ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমিই জগতের পিতা। আমিই জগতের মাতা। জীব কর্ম্মফলে পৃথিবীতে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে। অপিচ, আমিই তাহাদের পিতামাতারূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের কর্ম্মফল খণ্ডন করিয়া এই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

বস্তুতঃ আমরা সেই দিনই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিব যে, এই যে পিতামাতা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছেন তাঁহারা অন্য কেহ নহেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবতা। এক মাত্র আমাদের লালনপালনের জন্য স্বয়ং ভগবান পিতা মাতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই বোধে পিতামাতাকে আমরা যেই দিন ধারণা ও সেবা করিতে সমর্থ হইব, সেই দিন আমাদের জন্মধারণ সার্থক হইবে এবং সেই দিনই আমরা ভগবান্-লাভের প্রকৃত অধিকারী হইব।

পরম করুণাময় শিবের এই সমস্ত বাণী শ্রবণ করিয়া ব্যাধের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তখন সে মনে মনে ভাবিল "নাস্তি মৎসদৃশো ধন্যো নাস্তি মৎসদৃশঃ শুচিঃ।"

আমাসদৃশ ধন্য ব্যক্তিও কেহ নাই, আমা সদৃশ শুচি ব্যক্তিও কেহ নাই।

পিতার ভর্ৎসনাবাক্য শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তিনি আমার প্রতি পরম করুণা করিয়াছেন। তাঁহার ভর্ৎসনা আমার পরম আশীর্ব্বাদ হইয়াছে। মাতৃদেবী সদুপদেশ দ্বারা আমায় রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের কৃপায় আজ আমি মুনিঋষিদের ধ্যানগম্য এই সদাশিবের দর্শন পাইলাম। পিতামাতার কৃপাব্যতীত সন্তানের পক্ষে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। সন্তানের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও মঙ্গল এক মাত্র পিতামাতার আশীর্ব্বাদের উপরই নির্ভর করে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ব্যাধ শিবলিঙ্গকে জড়াইয়া ধরিল।

"শিবলিঙ্গং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যঃ স্পৃশেদপি পাণিভ্যাং ন স পাপেন লিপ্যতে॥"
(যোগিনীতন্ত্র)

শিবলিঙ্গ মহাপুণ্যদায়ক। কায়মনোবাক্যে যে সব পাপ করা যায়, শিবলিঙ্গ স্পর্শদ্বারা সেই সমস্ত পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে হস্ত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে, সে আর কখন ও পাপে লিপ্ত হয় না।

"ব্যাধোঽপি শিবরূপশ্চ জীবন্মুক্তোঽভবৎ ক্ষণাৎ।"

তদ্গতচিত্ত হইয়া যিনি যাঁহাকে ভাবেন, তিনি তদাকার প্রাপ্ত না হইয়া পারেন না। সাধক তখন নিজের স্বরূপ হারাইয়া ফেলেন।

আজ ব্যাধও শিবকে ভাবিতে ভাবিতে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছে যে, তখন সে শিবস্বরূপ হইয়া গেল। সে আর ব্যাধ নাই। সে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—

"কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥"

তেলাপোকা নিজগর্ত্ত মধ্যে কুমুড়ে পোকা কর্ত্তৃক রূদ্ধ হইয়া দ্বেষ ও ভয় বশতঃ তাহাকে স্মরণ করিতে করিতে তৎস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে।

ঠিক সেই প্রকার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলে ভগবানে সাযুজ্য ও তৎস্বরূপতা লাভ করিবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহা ধ্রুবসত্য।

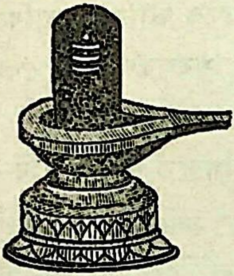

শিবকর্ত্তৃক বরদান

"শিবোঽপি তং গুহং নাম স্থাপয়িত্বা বরং হ্যদাৎ।
শৃণু ব্যাধ ইদানীত্ত্বং ভুক্তিং ভুঙ্ক্ষ্ব মনেপ্সিতম্॥
রাজধানীঞ্চ সংভুঙ্ক্ষ্ব বংশবৃদ্ধি স্তথা শুভা।
অনপায়িনী ভবেন্নিত্যং শ্লাঘনীয়া দৈবতৈরপি॥"

পরম করুণাময় সদাশিব তখন ব্যাধের নাম দিলেন "গুহক"। নিজ স্বরূপকে সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া যিনি অবস্থান করেন—তাঁহার নাম গুহক। সাধনমার্গে যিনি যতই গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিবেন, তিনি ততই সাধনমার্গে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন। এই "গুহক" নাম দান করিয়া শিব বলিলেন "হে ব্যাধ! তুমি নৈষাদ নগরের রাজা হও। রাজধানী ভোগ কর। তোমার বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। দেবতারা তোমার বংশকে সম্মান করিবেন।

শ্রীভগবানের কৃপায় যাহাদের ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে এই ধারণা যাহাদের থাকে, সেই ঐশ্বর্য্য তাহাদের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না।

প্রহ্লাদ কখনও ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। বরং বাসনার বীজও যেন তাঁহার মধ্যে অঙ্কুরিত না হয় তজ্জন্য তিনি নৃসিংহদেবের শরণ লইয়াছিলেন। তাই ঐশ্বর্য্য তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় নাই। তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাধ মনে মনে ভাবিল —নৈষাদ নগরের রাজা হইলাম, অথচ শিবকে লাভ করিতে পারিলাম না, এবং আমার কোন মোক্ষলাভ হইল না, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্যের আমার প্রয়োজন কি ? অন্তর্যামী ভগবান তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—

"গৃহে রামস্তব ব্যাধ সমায়াস্যত্যসংশয়ঃ।
তং পূজাং তস্য ভক্তিঞ্চ কৃত্বা যাস্যস্যসংশয়ম্।"

"হে ব্যাধ! তোমার ঘরে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আসিবেন। তুমি চণ্ডাল হইলেও তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। শ্রীভগবানের নিকট ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে কোন ভেদ নাই। আমার ভক্ত ও তাঁহার ভক্তে কোন পার্থক্য নাই। শ্রদ্ধাভরে তাঁহার ভক্তিপূজা করিলে কৃতার্থ হইতে পারিবে।"

"মদ্ভক্তো যো ভবেন্নিত্যং তদ্ভক্তঃ সমুদাহৃতঃ।

আমার ভক্ত যে, সে তাঁহারও ভক্ত। ইহা সমস্ত শাস্ত্রে উদাহৃত হইয়াছে। আবার ইহাও শাস্ত্রে নির্ণীত আছে,

"তদ্ভক্তো যো ভবেন্নিত্যং মদ্ভক্তঃ সমুদাহৃতঃ।"

যে তাঁহার ভক্ত সে আমারও ভক্ত। হে বৎস! তুমি

মোক্ষলাভের জন্য চিন্তিত হইও না। আমিই তাহার উপায় বিধান করিতেছি—

"মুক্তিঃ সর্ব্বজনৈঃ সদ্ভিঃ দুর্ল্লভা মুনিসত্তমৈঃ।
মম পূজারতাস্তে চ বংশ্যাঃ স্যুর্বলবত্তরাঃ॥"

মনুষ্য, সাধুব্যক্তি, এমন কি মুনিগণেরও নিকট যে মুক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ তাহাও তুমি লাভ করিবে। বংশ তোমার বৃদ্ধি পাইবে। তোমার বংশধরেরা সর্ব্বদা আমার পূজায় রত থাকিবে। তাহারা শুধু শরীরিক বলে বলীয়ান হইবে এমন নহে, ধর্ম্মবলেও তাহারা যথেষ্ট বলীয়ান হইবে। অধার্ম্মিক পুত্র পিতৃপুরুষকে নিরয়গামী করে বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক পুত্র বরঞ্চ পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করে।

"এতস্মিন্নন্তরে তৈস্তু শিবস্য দর্শনং কৃতম্।
সবালাস্তে তদা মুক্তা মৃগযোনের্যযুর্দিবম্॥
বিমানঞ্চ সমারুহ্য দিব্যং দেহং গতাস্তদা।
শিবদর্শনমাত্রেণ পাশান্মুক্তা দিবংগতাঃ॥"

জ্ঞানদাতা সাক্ষাৎ গুরুরূপে যে সমস্ত মৃগ ও শিশু সন্তানেরা আসিয়াছিল তাহারা সকলেই শিবকে দর্শন করিবামাত্র মৃগ যোনি পরিত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণকরতঃ দিব্যধামে চলিয়া গেল।

"ব্যাধেশ্বরঃ শিবো জাতঃ পর্ব্বতে হ্যর্ব্বুদাচলে।"

ব্যাধ যে পর্ব্বতে শিবকে দর্শন করিয়াছিল, তাহার নাম অর্ব্বুদাচল এবং ব্যাধ শিবকে অর্চ্চনা করিয়াছিল বলিয়া

তাঁহার নাম হইল "ব্যাধেশ্বর শিব"। অনন্তর শিবকে অর্চ্চনা করিয়া ব্যাধ নিজগৃহে উপস্থিত হইল এবং সেখানে দেখিতে পাইল বৃদ্ধপিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই পরমানন্দে কালযাপন করিতেছে। পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া ব্যাধ আনন্দভরে মৃগগুলির অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও তত্ত্বোপদেশ এবং সদাশিবের অপার কৃপার কাহিনী সমস্ত নিবেদন করিল। তাহাতে সকলেই অশেষ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

"ব্যাধোঽপি তদ্দিনাল্লূনং ভুক্তিশ্চৈব ঋষীশ্বরাঃ।
"ভুক্ত্বা রামকৃপাং প্রাপ্য শিব-সাযুজ্যমাগতাঃ।।"

যেই দিন পরম করুণাময় শিব ব্যাধকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, সেইদিন হইতে ব্যাধ ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ-করতঃ রামের কৃপায় শিবসাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিল।

এই "ব্যাধেশ্বর শিবোপাখ্যান" ব্যাসশিষ্য সূত মুনি নৈমিষারণ্যবাসী সহস্র সহস্র ঋষিগণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই অনুত্তম শিবপূজারহস্য শ্রীশৈবমহাপুরাণে জ্ঞান-সংহিতায় পাওয়া যায়। উহাতে সূত মুনি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—

"অজ্ঞানাচ্চ ব্রতং হ্যেতৎ কৃত্বা সাযুজ্যতাং গতঃ।
কিং পূর্ণভক্তিসম্পন্না যান্তি তন্ময়তাং শুভাম্।।"

ব্যাধ অজ্ঞানবশতঃ শিবের ব্রত করিয়াও শিবসাযুজ্য মুক্তি লাভ করিল। ভক্তিসম্পন্ন হইয়া এই ব্রত করিলে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপতা লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ কোথায়?

"শিবো ভূত্বা শিবং প্রপূজয়েৎ।" অর্থাৎ শিব হইয়া শিবের অর্চ্চনা করিতে হয়। নিজের শিবস্বরূপতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়। অন্তরে বিমল আনন্দ প্রতিভাত হয়। পরমা শান্তি লাভ হয়। আমরা নিজের স্বরূপ হারাইয়া নিজকে পাপী তাপী ইত্যাদি মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ মোহকূপে পতিত হইতেছি। প্রকৃষ্টরূপে নিজকে শিব স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীব সম্পূর্ণ নিরভিমান হইয়া থাকে। নিজের স্বরূপ কি, এই সম্বন্ধে নির্বাণাষ্টক-স্তোত্রে জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন—

"মনোবুদ্ধিরহংকার-চিত্তানি নাহম্,
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ-নেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।"

মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু আকাশ, ভূমি, তেজ বা বায়ু কিছুই আমি নই; চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ শিবই আমি বা আমার স্বরূপ। জীব যদি পরম ভাগ্যবলে এই রকম বোধসম্পন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহা অপেক্ষা নিরভিমান ব্যক্তি ত্রিজগতে কেহ নাই। তবে দেহেতে আত্মাভিমান যতদিন থাকে, ততদিন জীবের পক্ষে "শিবোঽহম্" জ্ঞান দুর্ল্লভ?

ষট্‌পদীস্তোত্রে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য প্রভু বলিয়াছেন—

"সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ
ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥৫॥"

নাথ! জগতে তোমাতে আমাতে ভেদ না থাকিলেও আমি জানি, আমি তোমার। আমি তোমা হইতে সঞ্জাত হইয়াছি। কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ। তুমি আমা হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তরঙ্গ সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে।

"বিচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি ধর্ম্মাংশ্চৈবাপ্যনেকশঃ।
ব্রতানি বিবিধানি অত্র তীর্থানি বিবিধান্যথ ॥
দানানি চ বিচিত্রাণি বিবিধানি ফলানি চ।
এতেন সমতাং যান্তি শিবরাত্রিব্রতেন চ ॥"

বহুবিধ শাস্ত্র-আলোচনা, অনেক ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান, বিবিধ ব্রত উদ্‌যাপন, পরম পবিত্র তীর্থজলে স্নান এবং সৎপাত্রে বিবিধ প্রকারে দান করিলে যেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এক মাত্র এই "শিবরাত্রি" ব্রত আচরণ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"তস্মাচ্ছুভতরং হ্যেতৎ কর্ত্তব্যং হিতমীপ্সুভিঃ।"

অতএব প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির এই শিবরাত্রি ব্রত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"কায়িকং মানসং বাপি বাচিকং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
"তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥"

কায়িক, মানসিক বা বাচনিক যাহা কিছু পাপ থাকুক না কেন, একমাত্র মহাকল্যাণদায়ক এই শিবরাত্রি-ব্রত আচরণ করিলে সেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ হরিঃ ॥
ওঁ শিবঃ। ওঁ শিবঃ ॥ ওঁ শিবঃ ॥।

শুদ্ধাশুদ্ধি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৩	মদ্দঃখে	মদ্দুঃখে
৯	১১	এবকুর্ব্বত	এবং কুর্বত
৯	১২	হধোস্তত্র	হ্যধস্তত্র
১০	৬	পূজা হইল	প্রথম প্রহরের পূজা হইল
১১	১৮	ইতিঃমানী	ইতিমানী
১৮	৮	গুরূঃ	গুরুঃ
১৮	১৬	যস্তু	যা তু
২০	৬	মূর্খাস্তনানয়স্ব	মুর্খাস্তনানয়ধ্ব
২০	২২	গুপ্‌সতে	গুপস্‌তে
২০	২১	সর্ব্বানি	সর্ব্বাণি
২১	৮	ভয়াবহঃ	ভয়াবহ
২৫	২০	গোলক	গোলোক
২৭	২২	চাহিয়	চাহিয়া
২৯	২১	বেদ	বেদো
৩৯	১৩	আস্থাশ্যাপ্যথ	আশ্বাস্থাপ্যথ
৪৫	৩	পরের ধন	পরের ন্যস্ত ধন
৪৮	৪	পিতামা	পিতামাতা

"প্রখ্যাত কণ্ট্রোলার ডাঃ বি. বি. দত্ত মহোদয়ের ভূমিকা
উপাধ্যক্ষ শ্রীজে. সি দত্ত এম, এ, মহোদয়ের প্রশস্তি
সহ বহু সুধীজনের উচ্চ-প্রশংশিত পৌরাণিক
আখ্যান, পিতৃ-মাতৃভক্তি, স্বামী-স্ত্রীর
কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিক জীবনের তুষ্টি,
সাবলীল ভাষায় বর্ণিত,
নাম-মাত্র মূল্য—এক টাকা।

এই গ্রন্থকারের ধর্ম্ম-ধর্ম্মাত্মা, অধ্যাত্মচিন্তার
মণিমঞ্জুষা, শাস্ত্রানুশীলনের ও আধ্যাত্মিক
জীবনের জন্য অবশ্য পঠিতব্য
মূল্য—দশ টাকা।